বেঁধে, কাপড় চাপা দিয়ে, কাঁধে করে বাড়ী আসতে হবে। সে সময় যাতে ঐ কাপড়টি পেছন দিকে ঝুলে থাকে, সে রকম করে আনতে হয়। বাড়ীতে ফিরে এলে মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ও জলের ধারা দিয়ে তাকে বরণ করে নেবে ও সে ঐ নল নিয়ে বাড়ীর সামনের চালে তিন বার ছোঁয়াবে। তারপর ভেতর থেকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" সে বলবে,—"আইবুড় বরের বিয়ে দিতে বললেন।" আবার জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "ডাইনে বাঁয়ে হামার মরাই দিতে বললেন।" আবার প্রশ্ন,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "সামনে খামার টানতে বললেন।" এইগুলি বলে ভেতরে ঢুকবে। যে নল ডেকে আসবে, তাকে সে দিন তালশাঁস খেতে হয়। এইবারে ছড়াগুলি বলব,—

বাই সরিষা পাকট খাড়ি,
ঝুট পাট কাঁকুর নাড়ি।
এতে আছে শুকতা,
ধান হবে গজমুক্তা।
এতে আছে পুরাণো বড়,
মাচা করবে কড়্‌কড়্‌।
এতে আছে সিন্দুর,
বিল থাকতে পালাবে ধেড়া ইন্দুর।
এতে আছে কেঁউ,
ধান হবে সাত বেঁউ।
এতে আছে শুকা,
পোকা মাকড় লুকা।
নলে আছেন নিম,
ধান ফুলবেন ভীম।
নলে আছে হলদি,
মহাজনকে ঝোল দি।
ওল ওল মহাদেবের বোল,
ছোট বড় ধান ফোল। (ফুলে ফুলে)
আকাশের জল পাতালের নল,
ধান ফুলে গল গল।
ওল শুল শুল মান পাত,
ভজ গোঁসাই দুধ্ ভাত।
হয়ো ধান ভাল থাল,
ধান হয়ো শুধু চাল।

ছোট বড় ধান ফুলে ফুলে।
আশ্বিন গেল কার্ত্তিক হল সব ধানের গর্ভ হলে।
নল পড়ল ভুয়ে, যা চাষি তুই উত্তর মুয়ে॥

এই দিনে মুসলমান চাষীরা মাঠে যায়, কিন্তু তাদের এরূপ কোনও ছড়া নেই। তারা বলে,—

হিন্দুকা যা বোল, মসলমানকা ঐ বোল,
ছোট বড় ধান ফোল ফোল ফুলে ফুলে।

বলে, একটি তাড়া নিয়ে মাঠে পিটতে আরম্ভ করে। এমন কোনও চাষীবাড়ী নেই, যাদের এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত না হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ

[দ্বিতীয় অংশ]

কিছু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে প্রাচীন পুথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে গানের ধূয়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেগুলি ভিন্ন আরও নানা স্থান হইতে ধূয়া পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আরও কিছু সংগ্রহ করা গেল।

ধূয়া সম্বন্ধে সাধারণ কথাগুলি পূর্ব্বের প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এ প্রবন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার নাই। দু একটি কথা মাত্র এখানে বলা যাইতেছে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গানে ধ্রুবপদ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ধূয়া যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য প্রদেশে উহা সেরূপভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে যে ভাব জাগে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারের নিজের রচিত সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের গ্রন্থ হইতে ধূয়াগুলি আসরে গান করা হয়। যথা, শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার সময়ে রামের বনবাসের কথা ধূয়া দ্বারা মনে করাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজে যে সব গ্রন্থ বা উপন্যাস চলিত ছিল, তাদের মধ্যে ভাবসাম্যের দ্বারা শ্রোতাদের মনে শুধু রসের সঞ্চার হয় না, উহা নানা নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের কাহিনীকে যেন নূতন একটা জীবন দান করে। একজনের সুখে আর এক জনের সুখকে মনে করায় এবং একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখের চিত্র দ্বারা যেন সাহিত্য-রাজ্যে একটা সামাজিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই কাজ ধূয়া দ্বারা যেরূপভাবে সম্পন্ন হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই দিক্ হইতে দেখিলে ধূয়ার প্রচলন দ্বারা বাঙালীর সাহিত্য-বুদ্ধির একটা নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়।

গানের আসরের জন্য ধূয়া রচিত হইত। সুতরাং হস্তলিখিত পুথি নকল করিবার সময় অনেক লিপিকার ধূয়াগুলিকে অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতেন। ইহার ফলে অনেক সুন্দর সুন্দর ধূয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ধূয়ার গঠন সম্বন্ধেও আগে বলিয়াছি। এবার পরধূয়া সম্বন্ধে একটু বলিব। যখন ভাব খুব ঘন হইয়া উঠে, তখন ধূয়ার পরে আবার পরধূয়া গাওয়া হইত।

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না ॥ ধূয়া।

তোমা ধন বই, আর কেহ নাই,

আর আমায় দুঃখ দিও না ॥ পরধূয়া ॥

—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কৃষ্ণদাস (রতন লাইব্রেরী)।

বাঙলা পুথিতে এখনও বহু ধূয়া, ঘোষা, ঠাট প্রভৃতি লুকাইয়া রহিয়াছে। এমন অনেক পুথি আছে, যেগুলি সাহিত্য হিসাবে মামুলী ধরণের এবং মূল্যবান্ নহে, কিন্তু সেগুলির কোন

কোনটির মধ্যে অতি সুন্দর ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভাল পুথিও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেগুলি হইতে ধুয়া সংগ্রহের উপায় নাই। মুনশী আব্দুল করিম সাহেব বলিয়াছেন যে, দ্বিজ জয়নারায়ণ-রচিত "রাধাকৃষ্ণবিলাস" গ্রন্থে এবং রামজীবন বিদ্যাভূষণ-রচিত "মনসামঙ্গল" গ্রন্থে বহু সুন্দর ধুয়া আছে। বর্ত্তমানে সেগুলি পাইবার কোন উপায় নাই।

ধুয়ার প্রাথমিক স্তরের নমুনা।

(ক) সুর-প্রধান,—

আরে ভাল।—মৈমনসিংহ-গীতিকা।
কি মোর জীবন রে!—লোরচন্দ্রাণী, দৌলত কাজী।
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ।—ফাতেমার ছুরতনামা, শাহ বদিয়ুদ্দিন (পুথি)।
নিতান্ত বলি হে।—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
আরে ও।—ঐ
ও বাছা নিমাই রে।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
ও কাল নিদ্রাণী রে। - ঐ
ও নদ্যাবাসী রে।—ঐ
ও গৌরাঙ্গ হে।—ঐ
হরি হরি হরি রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

(খ) কথা-প্রধান,—

ভাল হইল মোরে পরিচয় দে।—ঐ
বড়াই করগো মিছা কাজে।—ঐ
আনন্দে চলিয়া যায় রে।—ঐ
(আমার) মনে কি হইল ভাবনা রে।—ঐ
আজু আনন্দের সীমা নাই।—ঐ
এ না দুঃখ কাহারে কহিব।—ঐ
এ ছার পেটের জন্য পরের বোঝা মাথায় করি বই।
পথের উদ্দেশ কহিবা হে মোরে।—ঐ
এ কোন চাতুরী ভাই রে।—ঐ
আমার মনের দুঃখ মনে র'ল রে।—ঐ

কৃষ্ণ

কানাই লইয়া কি আনন্দ হইল গোকুলে॥—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

(কৃষ্ণের জন্মের পর)

ঘোষা। যাদব আমার মুকুন্দ মুরারি॥—ঐ

দেখ সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

দেখরে সখি নন্দের নন্দন চলি জাএ।
কামিনীমোহন বাঁশী বাহে ॥—ঐ

দিশা। দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

আনন্দে গোপাল চলিল বৃন্দাবন।—ঐ

আজু নিশি স্বপনে দেখিনু নন্দলালা।—ঐ

সাজ হে শ্যাম নাগর কানাই।—ঐ

দিশা। দেখনি কানুরে বাহির হইয়া সজনী।—ঐ

দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি।—ঐ

দৈবকী উদরে জন্মিল দামোদর।—ঐ

চলরে গোপাল আনন্দ দেখি গিয়া
(কৃষ্ণের জন্মের পর) —ঐ

আনন্দে নন্দিত নন্দের নন্দন। —ঐ

আমি জীব না রে আমি জীব না।
নন্দের গোবিন্দ বিনে আর জীব না ॥—ঐ

যাদব সোনা ধন বাছারে কানাই। —ঐ

জন্মিল রে শ্রীহরি তুলিয়া লও কোলে।—ঐ

রমণীমোহন বেশ ধর হে শ্যাম। —ঐ

জয় আনন্দ গোপাল গোবিন্দ রাম। —ঐ

যমুনার তীরে ফিরয়ে শ্যাম রায়।
সোনার পাঞ্জনী হাতে মুরলী বাজায় ॥—ঐ

সখি গো চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া ॥—ঐ

কাল কালিন্দীর তীরে হে শ্যাম।—ঐ

চল গোপবধূ দেখি যদুমণি। —ঐ

রূপ

দিশা। চান্দ মুখ দেখি নয়ন জুড়ায়।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

বন্ধু কালিয়া সোণা রে। —ঐ

রাধার বন্ধুয়া রে কাজল বরণ। —ঐ

দেখিতে নন্দের বালা নয়ন জুড়ায়। —ঐ

বংশী

ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।
জেছা মৃগী হানে ব্যাধ কি বনে,
এহা হানে মোর মনে। ঘোষা। —দূতী-সংবাদ (পুথি)।

দিশা। বৃন্দাবনের মাঝে কানু বাঁশরী বাজায়। —পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
শ্রবণমঙ্গল শ্যাম মুরলী বাজায়। —ঐ
ওহে মুরলীধর মুরলী বাজাও। —ঐ
বংশীবদনের বদনে।
বাঁশী জানে রাধা নাম কেমনে॥ —ঐ
ওহে রসিয়া নাগর মুরলী বাজাও। —ঐ
বাঁশী বাজাও না শ্যাম।
ঘরে রৈতে না লয় মোর প্রাণ হে॥ —ঐ
বৃন্দাবন মাজে কানাই বাঁশরী বাজায়। —ঐ
বাঁশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে। —মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

রাধা

ঘোষা। বোল হে বড়াই কে চল্যাছে যমুনার কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিযাছে মন কুতূহলে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

দিশা। চল বিনোদিনী রাই।
মন্থনে চল যাই॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
সাজিল সুন্দরী গোবিন্দ ভেটিবার।
নানা মতে সাজ করে দধির পসার॥ —ঐ

রাধা ও কৃষ্ণের লীলা-বিলাস

সই দেখ রে রঙ্গকেলি।
নাটমন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥—তালমালা (পুথি)।

ঘোষা। চলিল কানু রাধিকার মন্দির মাঝে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
" (কানু দরশনে) বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী॥ —ঐ
" (জাও রে দূতি) বৃন্দাবনে আন বিনোদিনী॥ —ঐ

রাধা কাহ্নু কুঞ্জবনে কেলি করে।
দেখিয়া সকল গোপী ফিরি গেল ঘরে॥
সখিগণ সম্বোধিয়া বলিল শ্রীমতী।
হরি লইয়া কেলি করে রাধা ভাগ্যবতী॥
আহ্মারা সভাবে হরি দিল ফিরাইয়া।
কুঞ্জবনে কেলি করে রাধিকারে লৈয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
চল যাই ওএ সখি রস-বৃন্দাবনে।
আশু ব্রজ কর রাধা কৃষ্ণ দরশনে॥—ঐ
ওরে রাধে আশু চল রস-বৃন্দাবনে।
আহ্মারে পাঠাই দিছে নন্দের নন্দনে॥
শুন রাধে তোর ভাগ্য কহন না জাএ।
তোহ্মা ভাবে ব্যাকুল হৈয়াছে শ্যামরাএ॥
দূতীর বাক্য শুনি রাধে আনন্দিত মনে।
অঙ্গবেশ করি জাএ কাহ্নু দরশনে॥—ঐ
কি আনন্দ হইল সই গো রস-বৃন্দাবনে।
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে॥—কথা-রামায়ণ, চন্দ্রাবতী।

দিশা। অঞ্চলে না ধর নাগর কানাই।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
কাল কাজল মোর কানাই রে।
কেলি করে কাল কানু রাধা লৈয়া উরে॥—ঐ
রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।
কোলে থাকিয়া রাধা খল খল হাসে॥—ঐ
চল ধনী কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বিলাসিনী।—ঐ

ব্রজলীলার নানা-কথা

ঘোষা। রাখোয়াল কান্দে বিপিনেতে ধেনু হারাইয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
কাহ্নু আজু তোরে করিমু প্রহার॥—ঐ
আমার কানাঞা ভাই গা তোল॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।
তোর ভরে নৈকা নাই চলে রে গোপালিনি।—সৃষ্টিপত্তন, (সঙ্গীতগ্রন্থ) পুথি।

দিশা। আজি কি আনন্দ হইল মধুপুরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" কেন রে বৃন্দাবনে আইল বড়াই।
নীপ তরুমূলে দেখিয়া কানাই॥—ঐ
" দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।

অখিল ভুবনপতি রাখালের দলে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

দিশা। নাচে সুন্দর কৃষ্ণ রাসের মণ্ডলে।
ভুবনের পতি হরি গোপিনী মেলে ॥—ঐ

" কে যাবা যমুনা জলে ভরিবারে পানী।—ঐ

" বাথানে বলাইর শিঙ্গা বাজে রে।—ঐ

" রমণীমোহন বেশ ধর হে রাম।—ঐ

ও গোপীরা তোমরা মোরে বোল কি।
আমি সোনার কমল ছাড়্যাছি।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আমি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি।
তখন সবে বৈল হরি হরি ॥—দূতীসংবাদ (পুথি)।

প্রাণ সই রে, কালা কলঙ্কিনী আর ব'লো না মোরে।—রাধাকৃষ্ণ-বিলাস,
দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।

তুমি বহি কে মোর আছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে ॥—শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, চণ্ডীদাস (পুথি)।

ঘোষা। বন্ধু বুঝিলাম তোর সর্ব্ব মর্ম্ম ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
মোহন বাঁশীর স্বরে
আর না ডাকিয় মোরে।
আর না আসিয় মোর ঘরে।
আপনে বঞ্চহ যথা
আমিহ না জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥—ঐ

ঘোষা। দূতী কি হবে উফাএ।
বাঁশী-রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ ॥
তাহাতে নিষেধ করে দারুণ ননদী।
শান্ত মোর নহে স্বান্ত কিরূপে প্রবোধি ॥
দূতী বোলে লজ্জাভাতি ত্যাগিলে সে পাবি।
যদি ভয় কর আর না পাবে মুরারি ॥
হেরিয়া রৈয়াছে পন্থ ওই নীলমণি।
চাতক রৈয়াছে জেন হেরি কাদম্বিনী ॥—ঐ

আমার প্রাণ কেমন করে না দেখি তাহারে ॥—কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্র।

দিশা। সই আজি নিশি দেখিলুঁ স্বপন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
আজ নিশি স্বপনে দেখিলুঁ নন্দলালা।—ঐ

দিশা। শ্যাম নাগরে কি বলিয়া গেল মোরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

„ কে নিল কোথায় রৈল শ্যাম চিকণ কালা।
বনে বনে ফিরি আমি হইয়া অবলা॥—ঐ

„ কেন হে প্রাণের নাথ কাতর দেখি।
কোথায় আছিলা কেন টলমল আঁখি॥—ঐ

রাধানাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

মিতা রে স্বরূপে কহিবে মোরে সার।—ঐ

মিতা রে তুমি এ কি করিলে আমারে।—ঐ

যাইছে নবীন পীরিতের প্রেম বাড়াইয়া।
কামিনী মোহিত করিয়া॥—ঐ

সেই সে মরম জানে।
যার সনে নবীন পীরিতি॥—ঐ

মাথুর

ঘোষা। জাও উদ্ধব, গোকুলেতে কানু আন গিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা,
ভবানীশঙ্কর দাস।

„ রাম কাহ্নাই চলিল মথুরাতে॥—ঐ

„ রাম কাহ্নাই কেমনে রহিব পাসরিয়া॥—ঐ

„ গোপাল নন্দ গোবিন্দ ছারিয়া দেয় কেনে॥—ঐ

দিশা। রসের মাধুরী রাধার বিনোদ শ্যাম কে কৈল চুরি॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

„ উদ্ধব চলরে জন্মভূমে যাই।—ঐ

„ রথ রাখ রে খানিক।
নয়ন ভরিয়া দেখি ওই কাল মাণিক॥—ঐ

মধুপুরী যাইতে কেন মানা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আর কথা বল্য পাছে।
রাধা নি কুশলে আছে॥

শ্রীবৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নয়ানে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

মাতার সুখ-দুঃখ

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না॥ ধ্রু॥

তোমা ধন বই　　আর কেহ নাই

আর আমার দুখ্‌খ দিও না॥ পরধুয়া॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।

দিশা। গোপাল বনে যায় রে (অহোবে) মায়েব প্রাণ লৈয়্যা।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস বায়।

„ এথা নাই রে যাদুমণি। { যাদব এথা নাই রে }—ঐ
না শুনি তার মুরলীর ধ্বনি॥ { মায় না শুনে মুরলীর ধ্বনি। }

„ বাছা কোলে আয় বে।
হিয়াব মাজাবে তোরে বাখি॥—ঐ

„ গোপাল ধীরে ধীবে চল পথ নিবখিয়া।
উঝুট লাগিব পায় পাষাণ ঠেকিয়া॥—ঐ

„ ও দুখেব নীলমণি।
মা বলিযা কোলে আয় বে॥—ঐ

„ নিমাই, কে ভাঙ্গিল আমাব নদীয়াব বসতি।—ঐ

„ যাবে নাকি গো মা
যাবে নাকি অনাথা কবিয়া।—ঐ

„ আমাব জীবন ধন কে লইয়া যায়।
কি দেখি বঞ্চিব ঘবে অভাগিনী মায়।—ঐ

কোথায় যাও রে আমাব নন্দদুলাল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বাছা মোবে ছাড়ি যাবে।
মাএব বধেব ভাগী হবে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আহ্মা সম অভাগিনী নাই গো নদ্যা দেশে।
কিনা জানি ঘটে বাছার লোকমুখে(ব) দোষে॥—ঐ

ওগো নিমাই কি বোলিলে।
মাএর প্রাণটি হর‍্যা নিলে॥
এহ্মনি কথা বল্য না।
বধভাগী হইঅ না॥—ঐ

বাছা নাচ্যা নাচ্যা কোলে আএ।
পদধূলি মাএব লাগুক গাএ॥
(বাছা) নাচ্যা নাচ্যা গলে ধব।
দোলন হৈআ মাএব গলে দোল॥—ঐ

বাছা মা বল্যা ডাক তুমি।
খাইতেঁ ননী দিব আমি॥
তুহ্মি জাকে বল মা।
ওহার জন্ম হবে না॥—ঐ

বাছা ঘরে বসি ননী খাও।

বিধু-মুখে বোল মাও ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আএ বাছা কি বোলিলে।

বজ্রঘাত বুকে দিলে ॥—ঐ

গৌর আহ্মার নয়ানের তারা।

প্রাতঃকালে হইলাম হারা॥

নিমাই মোকে ছাড়ি গেল।

শচীর কোল শূন্য হইল॥ ঠাঁঠ।—ঐ

অমূল্য রতন ছিল।

কোন বিধি হর্‌ঞা নিল॥—ঐ

(ও নদ্যাবাসী রে) তুমি আমাকে ছাড়ি

যাইয় না রে ও বাছা।—ঐ

ইষ্টদেবতা

তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু।

আমি দুষ্কৃতির উপায় নাহি আর,

ত্রাণ কর ভবসিন্ধু॥—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

কমল-চরণ ছার্‌ঞা আহ্মি দিবো না।

সদাএ হেরিব শিরেতে ধরিব

হেনামূল্য রত্ন পাবো না॥—ঐ

দিশা। না হৈলাম নাথ সংসার পার।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

মোরে পার কর ওহে দিননাথ।

ভব-সাগরে ডুবিয়া রহিলু।—ঐ

দীননাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ব্রহ্ম

দিশা। ভাব রে ও মন প্রভু নিরঞ্জন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

অভেদ-তত্ত্ব

ভজো ওরে মন সেই কাল মাধুরী।

কালী বল কিম্বা কৃষ্ণ বলো সমান দুআ উভএরি।

শুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,

অভেদে জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি॥—রাধাকৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।

ঘোষা। অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।

দীনদাস জ্ঞানে মোর পুরাও মনস্কাম॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

(একবার আহ্মার পুরাও মনস্কাম)

ঘোষা। কালী হরি হর বদ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ অপি নহে ভেদ॥
হব-কালী বনমালী জপে জেই নবে।
তারে দেখি ভীতি বাসে বৃজিন্‌অধিকাবে॥
জগ জীবে ত্রাস ভাবে শমনেব ভএ।
দুর্গাভক্তেব কি মহিমা শমনে ডবাএ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কব দাস।

সংসার ও মানব-জীবন

ঘোষা। দারুণ বিধি হেন তোব না হএ উচিত।
শুভ-যাত্রা কেনে মোর কৈলে বিপরীত॥
কি করিব কথা জাব কোন উপাএ হবে।
আহ্মার লাঞ্ছন প্রাণী কত দিনে জাবে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা. ভবানীশঙ্কব দাস।
„ দারুণ বিধি কি লেখিল আহ্মার কপালে।—ঐ
দিশা। ডুবি রইলাম ভব-নদী মাঝে।—পদ্মাপুবাণ, বংশীদাস রায়।
„ অসাব জীবন ধন সব মিছা মায়া।
জলের বিম্ব যেমন দর্পণেব ছায়া॥—ঐ
„ আমাব কি হৈব বল উপায়।—ঐ
„ বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল বে॥—ঐ
„ ডুবি রৈলু ভবনদী মাঝে।—ঐ
„ নাথ কবে জানি মোকে হবে দয়া।
বুঝিতে না পারি তব কি বিষম মায়া॥—ঐ
„ কিবা রে দেবেব মায়া বুঝন না যায়।—ঐ

হরি

অএ প্রভু ত্রিবিক্রম অনাথ দেখিয়া মোহ্মে
অপরাধ ক্ষেম।
অএ ঠাকুর লাগহু চরণ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
হরি বোল রে গোবিন্দ বোল বে
ভাই গোবিন্দ বোল বে॥ দিসা॥—ঐ
আএ প্রভু ভগবান
মোর পানে কর অবধান।

কর জোড় শিবে কবি দণ্ডবত ভূমিগত পডি
তোহ্মাব চরণে পবণাম ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
হবি বোল রে গোবিন্দ বোল ভাই বে
হেলাএ তবিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ নগরে॥ দিশা॥—ঐ
দিশা। হবি মোবে দেও হে অই পদছায়া।—পদ্মাপুবাণ, বংশীদাস বায়।
" আনন্দে বল হবি ভব তবিবাবে।—ঐ
" হবি কেশব বল, বল হবি বাম।—ঐ
" হবি ভজিবাব সময় যায় বহিয়া।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আমি বৃন্দাবনে কবে জাব।
হবিব নামটি কবে পাব॥ শ্রীগৌবাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
দিশা। ভজ বে গোবিন্দ মন, দিন যায় বে বৈয়া।—পদ্মাপুবাণ, বংশীদাস রায়।
" জগন্নাথ ভজ বে ছাড রে কুমতি।—ঐ
আমি কেন আসিলাম বে,
না ভজিলাম গোবিন্দচবণ।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

শিব

কৈলাশ জিনিয়া শিব (শ্বেত) দেহেব ববণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অভবণ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
করুণাম্বুরু সঙ্কটে শম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উদ্ধাব (উদ্ধাব ?) জীব॥—দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী),
বামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (পুথি)।
ঘোষা। কি বর্ণিব শম্ভুনাথ স্থান॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
" হর অর্চ্চা কব হরষিতে॥—ঐ
" ভজ দীনজনেব বন্ধু হব॥—ঐ
হিমালয়ে চলিলেন শঙ্কর॥—ঐ
ঘোষা। হর কালী বলহ বদনে॥—ঐ
" হর, তুহ্মি অনাথের বন্ধু।
ভয় পাইহি গুরু, মাং করুণাং কুরু,
ত্রাণ কর ভীতিসিন্ধু॥—ঐ
দিশা। কেনে দয়া না হইল ভোলা মহেশ্বরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ও সদাশিব তুয়া বিনে আর লক্ষ্য নাই।—ঐ
নাচে রে ভোলানাথ আপনে বিভোর।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

দুর্গা ও কালী

নীলকমলদলখঞ্জননয়নী।
আর কত দিনে দয়া কবিবে ভবানী ॥—যোগাগ্যা-বন্দনা, কৃত্তিবাস (পুথি)।

ঘোষা। দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কব দাস।

„ বন্দম নারায়ণী দেবী আগ্যাশক্তি।
জন্মে জন্মে তুয়া পদে বৌক মোর ভক্তি ॥—ঐ

„ অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥ —ঐ

„ দুর্গে! পশ্য পশ্য নরাধম ॥—ঐ

„ চবণারবিন্দে ভক্তি দেহি। দুর্গানাম ॥—ঐ

„ দুর্গানাম ভিক্ষা দেহি মোরে ॥—ঐ
মানসে মাএর রূপ হের।
কি কহবো সেই রূপ কেবল ত্রিজগতান্তর ॥—ঐ

ঘোষা। মা অভয়া ভবানী হে পশ্য নয়ন-কোণে।
দুষ্কৃতির নাহি স্থান তবাঙ্ঘ্রি বিহনে।—ঐ

„ কি কহবো ভবানীর রূপেব মহিমা।
বেদাগমে জে রূপের করিতে নারে সীমা।
ভকতবৎসলা দেবী পাততপাবনী।
ভক্তজন পুত্র তুল্য দেখেন নারায়ণী ॥
রত্নময় মন্দিরেতে হএ জার স্থান।
ভক্ত হেতু ভগ্নালয়ে হইলা আধষ্ঠান ॥—ঐ

„ ভজ এক ব্রহ্ম নাবায়ণী ॥—এ

„ দুর্গে পুনঃ পুনঃ কার নিবেদন ॥—ঐ

„ জগদম্বে অবলম্ব স্থান দোহ মোরে।
সরোরুহাঙ্ঘ্রিতে জেন পাংশু প্রাএ রহে মন
কৃপাং কুরু ময়াধম তরে ॥—ঐ

„ জননী জননী বলে ডাকে ॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয়ী বদ নিববধি ॥
কৃতান্তের যন্ত্রণা হোন্তে নিস্তার হবে যদি ॥—ঐ

„ দুর্গে আজ্ঞা পশ্য সকরুণে ॥
দুর্গামন্ত্র বদ বক্ত্র নিতান্ত নির্ভ্রমে।

আশুক্রমে কালান্তে জাইবে নগোত্তমে ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

ধোষা। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥—ঐ
ভজ ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করী ॥
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জন বদে।
তাহার বিপদ নাই বোলিয়াছে বেদে ॥—ঐ

ধোষা। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বদ মূঢ় চিত্ত।
বক্তু-যন্ত্রে রসনা-দণ্ডে বাস্ত কর নিত্য ॥—ঐ

" দুর্গানাম-লিপি যদি পঠে গদগদ।
শ্রোতা পাঠয়িতার আর নাহিক বিপদ ॥—ঐ

" দুর্গানামাক্ষরদ্বয় হৈয়াছে তরণী।
দুষ্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব ধরণী ॥—ঐ

" দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥—ঐ

" ভো মন ভব তরিতে ভবানীর চরণ ভজ।
কালী ভজ কালী পূজ অন্য কাজ সকলি তেজ ॥—ঐ

" হে মা ডাকি কাকু করি।
মোরে ত্রাণ কর মা শঙ্করি ॥—ঐ

দিশা। আগে বন্দম্ ভবানীর চরণ।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস দাস।

" ভবানী মোরে ছাড়িও না।
অধম জানিয়া কেন দয়া কৈলা না ॥—ঐ

" কেনে নিদয়া হইলা শঙ্কর ভবানী।—ঐ

" জয় ভবানী গো মা।
অধম বালকে ডাকে দয়া কৈলা না ॥—ঐ

" দেখিলাম সকল চাইয়া।
যা করে ওই কাল মাইয়া ॥—ঐ

" যা কর জগৎ মাতা। } যা করে জগতমাতা }—ঐ
যা ছিল মোর করমে ॥ } যা আছে মোর করমে। }

" ওগো মা জানিলাম জানিলাম।
পতিতপাবনী তোমার নাম গো ॥—ঐ

" মা এইবার জানিব তব নামের মহিমা।—ঐ

" ভবানী পূজিব গো ওই গঙ্গাজলে।—ঐ

দিশা। মা আর কে আমার আছে।
তুমি বিনে যাব কার কাছে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
„ এইবার তরায়ে নেও শঙ্কর ভবানী।—ঐ
„ আনন্দে ভবানীপদ সেবিব।—ঐ
জগৎ গৌরী জগতের মাতা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
জয় ভবানী গো মা
মুই তোমার চরণ করিলাম সার।—ঐ
সেবক উদ্ধারিণী।—ঐ

শিব-দুর্গার লীলা

দিশা। ও ভাই রে সদাশিব ছাড়িলা গৌরীরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
„ ভাই রে শিবপুরে কি আনন্দ হইল।—ঐ
সেই ভগবতী দেবী সবারে কর দয়া।
শঙ্কর ভৎর্সিয়া ঘরে গেলা দেবী মহামায়া ॥—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
কান্দে গৌরী শিবের মুখ চাহিয়া।—ঐ

রাম

ধোয়া। বল মন রাম নাম সুধাবাণী ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
রাম নাম জপ একবার ॥—ঐ
ধোয়া। বল মন রাম নাম বাণী।
অএ মন দুরাচার ভবে বন্ধু নাহি আর
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী।—ঐ
„ রাম-পদে কহো নিবেদন ॥—ঐ
„ কান্দে রাম সীতা না দেখিয়া ॥—ঐ
„ বোল মনে রাম নাম বাণী।
বিষ তুল্য বিষয়েত কেহ্নে মন হৈল রত
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী ॥—ঐ
„ (মহীরাবণারে) রাম লক্ষ্মণ ধরি লৈয়া জাএ ॥—ঐ
বোল রাম রঘুমণি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নামখানি ॥—রাজার কবিতা (অথব আরবার পুথি)
দিশা। আমি আর না জানি। } আমি আর না জানি } —পদ্মাপুরাণ,
রাম রাঘব বিনে আর না জানি ॥ } রাম রাঘব বিনে। } বংশীদাস রায়।

দিশা। দেখ লো সই রঘুকুলমণি।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" জানকীজীবন হরি।
কবে দেখিব নয়ন ভরি॥—ঐ

" রাম বল নিরবধি।
এ ভব তরিবা যদি॥—ঐ

" এবার তরাও মোরে সীতাপতি রাম।—ঐ

" রাম পরম ধন রে, আর সব মিছা।—ঐ

" হরি রাঘব মোরে ছাড়িও না।—ঐ

" জানকীজীবন হরি।
যাহাকে ভাবিলে ভব তরি॥—ঐ

" দোহাই রঘুনাথের লাগে।
মৈলে কেহ না যায় লগে॥—ঐ

" কি হৈল কি হৈল মোরে দিয়া রে, ও রাম।—ঐ
রাম পরম ধন সদা কর জপ।—ঐ

" ব্রহ্মার শিরোমণি রাঘব রাম।
ভুবনমোহন রামনাম॥—ঐ
ও রাম রঘুনন্দন রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত

গঙ্গা

আরে ভগীরথ চল ঝাটে গঙ্গা আরাধনে।
তোরে উপদেশ দি শুভক্ষণে॥—গঙ্গা মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
অএ ভগীরথ গঙ্গা দিলাম তোহ্মারে।
লই জাইবা দক্ষিণ সাগরে॥—ঐ
নম নমো নমো বন্দম গঙ্গার চরণে।
কোটি কোটি দণ্ডবত করিয়া প্রণামে॥—ঐ
অএ ভগীরথ পৃথিবী জাইমু কোন পথে।
আহ্মারে লইয়া জাইবা কথাতে॥—ঐ
জয় জয় জয় গঙ্গা জয় শুভধনি।
মহা পরাক্রমে গঙ্গা করিলা উঠানি॥ দিশা॥—ঐ
মুই ত না জানো গঙ্গা রহিব হরজটে।
তবে কেনে আসিতু মুই এতেক সঙ্কটে॥
তিন দেবের সেবা করি তবে পাইনু বর।
তপোবলে গেনু মুই সুমেরুশিখর॥

কান্দে কান্দে ভগীরথ করিয়া বিবাদ।
দেবের সমাজে আছে এথ পরমাদ॥—গঙ্গা-মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
না কর আরতি হর না কর আরতি।
জাইব সাগরে তোমা করিব পিরিতি॥—ঐ
ভগীরথ হিমালয় বড়হি গহন।
এথাতে কারো নাহিক গমন॥
উভে শত যোজন পাথর।
কেনতে গড়িয়া জাইব জল॥
কোন দিগে দক্ষিণ সাগর।
সমখে দেখি পর্ব্বত সিখর॥—ঐ
মাতল ঐরাবত হিমগিরিরাজে।
রতন-জড়িত ঘণ্টা উরু মাল বাজে॥—ঐ
পৃথিবী পড়িলা গঙ্গা জল নির্ম্মল।
সেই হোতে পৃথিবীর হৈল মঙ্গল॥—ঐ
বৈঅ্য জাএ গো মাতা মকরবাহিনী ভাগীরথী।
বরণ পবন ইন্দ্র করি সংহতি॥ দিসা॥—ঐ
মনিরাজ দেব গঙ্গা কৈল অপবাধ।
মোর কি লাগিয়া এথ পরমাদ॥—ঐ
গঙ্গা লইয়া জাএ কি আর ভাল ভগীরথ নাএ॥ দিশা॥—ঐ
পতিত-পাবনী গো দেবী সুরধুনী (সুর সুরদনী)।
তোমার চরণ বিনে আন নাহি জানি॥ দিশা॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
শুন দেবি ত্রিদশ ঈশ্বরি।
তোমার মহিমা গুণ জে জনে স্মরে পুন
ভব বাসে না আইসে বাহুরি॥—ঐ
জয় জয় সুরধুনি নমো দেবি গঙ্গে।
গহন গম্ভীর নীর তরল-তরঙ্গে॥—ঐ
ঘোষা। ত্রাহি ত্রাহি বরদাই গঙ্গে তরঙ্গিণি।
দাস জ্ঞানে ভব হোনে ত্রাহি মাং তারিণি॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস

রামায়ণ

দিশা। রাম না যাইব অযোধ্যা ভুবন।
কৌশল্যা মায়েরে কৈও ভাই লক্ষ্মণের মরণ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়

মহাভারত

ওহে রাজা [পরীক্ষিৎ] কৃষ্ণকথা শুনিবা
যদি বৈষ্ণব বাথ হবে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

কমলে কামিনী

ঘোষা। কমল উপরে নাচে (পদ্ম) বামা।
নূতন যৌবনী ষোল কলা পূর্ণ বামা ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা।
কালীদহে সৃজিলা কমল ॥—ঐ

পদ্মাপুরাণ, মনসা-মঙ্গল এবং বেহুলা

দিশা। ও মুনি না ছাড়িও মোরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ভাসিল রে বেউলা গুঞ্জরী সাগরে।—ঐ
" অহো আরে দেশে চল ভাই,
মরা পতি লৈয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।—ঐ
" বেউলা নৃত্যকী তুই নাচে মোহিলে দেবপুরী।—ঐ
" আরে গরল বিষ নাম তুমি ধারে।
আগম উদ্দেশে বসি পদ্মাবতী ঝাড়ে ॥—ঐ
" প্রভু কহি তব ঠাই।
নাও হনে না নামিও পদ্মার দোহাই ॥—ঐ
" সনাই বাহির হৈয়া চাও।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে লৈয়া যাও ॥—ঐ
আসিলা মনসা দেবী গো না করি বিচার।
উনকোটি নাগে ধরে রথের পাটোয়ার ॥—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আসিলা মনসা দেবী গো।—ঐ
বলে আইলাম মনসা দেবী গো।—ঐ
অকান্দনে কান্দেন কান্দেন মনসা।—ঐ
কান্দে সাধু হইয়া বিবাদ।—ঐ
পদ্মা কিসেরে সাজাইলা বিষ-দধি।—ঐ
মনসা চলিল সহেলার বেশে।—ঐ
কান্দে চান্দ ধোনার মুখ চাহিয়া।—ঐ
পদ্মার সনে বিবাদে নাহি গুণ।—ঐ
পূজা লও গো পূজা লও।—ঐ

বর লও ওগো সোনাই গো ।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত ।

মা মঙ্গলা একবার চাও না ফিরি গো । —ঐ

প্রাণনাথ নারীর বচনে কর হিত ।

এবার পাটনে গেলে বড় অশুচিত ॥—ঐ

ডিঙ্গা বাহ রে কাণ্ডারী ওরে ভাই

আজব খিচিয়া ডিঙ্গা বাহ না রে । —ঐ

বড় বিবাদী বিষহরী ।—ঐ

চুলাই রে দড় করি ধরিও কাণ্ডার ।—ঐ

সাধু রে এবার জীবনে রক্ষা নাই । —ঐ

কান্দে সাধু বলে হরি হরি ।—ঐ

শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া ।

নাচে ধাই দিয়া বাহুলাডা ॥—ঐ

কান্দে সোণা করিয়া কাকুতি । —ঐ

চান্দর করুণার সীমা নাই ।

বাকল খাইল চোয়া গাই ॥—ঐ

মিছা শাপ দিলা গো ব্রাহ্মণি ।—ঐ

মুকাই রে দেশে গেলে তোমার মরণ ।—ঐ

সোনা লো নিকটে ঘনাইয়া শুন ।—ঐ

ধনী দেখ গো আসিয়া ।

স্নান করে লক্ষীন্দর বিরলে বসিয়া ॥—ঐ

ছাড় কামার জীবনের আশা ।—ঐ

সাধু সাধু মনসা কুমারী ।—ঐ

মায়ের ঠাঁই মেলানী মাগে রে যাইতে উজানী । —ঐ

আ গো নেতা চল গো উজানী রাজ্যে যাই ।—ঐ

বেহুলা বলে মারিয়াছ মোর পতি

বিষে জর জর তনু ।—ঐ

কিসের ক্রন্দন প্রভুর চারি পাশে । —ঐ

মালী রে বাপ রাবেক বেহুলার হিত

কর রে ওরে ও বাপ মালী রে ।—ঐ

কাক, স্বরূপে কহিও মোরে সার ।—ঐ

পদ্মা, তোর কপটের নাহি ওর ।—ঐ

বসিল মনসা লখাই জীয়াইতে ।—ঐ

ও বিষ নাই নাই রে।
লখাইর শরীরে বিষ নাই রে॥—মনসা মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত
পূজা লও গো মা পূজা লও।—ঐ
মাগো, জয় বিষহরি।
বাঞ্ছিত পূরাও মাগো শিবের ঝিয়ারী॥—গ্রাম্য গান।

শ্রীচৈতন্য

ঘোষা। (দেখ রে) গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ না দেখি॥—চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস।
দিশা। ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌর কিশোর রে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।—ঐ

শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস (বাসুদেব ঘোষ) হইতে

১। আইস প্রেমের মহাজন।
প্রেম কর বরিষণ॥
২। গৌরাঙ্গ অবনীতে।
হরিনাম জীবেরে দিতে॥
৩। কি বলিলে গৌরাং রায়।
শুন্যা বুক ফাট্যা জাএ॥
৪। জয় রাধে শ্রীরাধে বল্যা।
গৌরাং চান্দ উঠ্যাছে কান্দ্যা॥
৫। কবে পাব সাধুসঙ্গ।
জাব কবে রাধাকুণ্ড॥
৬। বৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নয়ানে॥ ঠাঁঠ।
৭। কান্দ্য না গো শচী মা।
আন্ধা রাধা জাবে না॥
৮। নূতন কোকিলার স্বরে।
গুরু গুরু কেবা বোলে॥
৯। ওগো ভারতী গোসাঞি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি।
১০। গুরু তুমি এথা কর কি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি॥
১১। শচী মাতা জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি॥ ঠাঁঠ।
১২। এখন মা বল্যা ডাকি আমি।
পুত্র বল্যা ডাক তুমি॥
১৩। জাগ জাগ শচী মাই।
জাইবার কালে চরণ দেখ্যা জাই॥
১৪। গৌর গদগদ চল্যা ছন্দে।
ফিরা্যা নদ্যার পানে চাহে॥
১৫। সুরধুনীতীরে গোরা।
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা॥ ঠাঁঠ।
১৬। জে দেখি সোনার ভেশ।
না মুড়াও চাচর কেশ॥
১৭। তোমার মাএর কঠিন হিআ।
ছাড়্যা দিল কি লাগিআ॥
১৮। জাও রে গৌর আপন দেশে।
তোকে সাজে না সন্ন্যাসী ভেশে॥

১৯। আমাকে উদ্ধার করি।
পছে হও দণ্ডধারী॥ ঠাঁঠ।

২০। ডোর কপীন দেঅ মোরে।
বিলম্ব না সয় শরীরে॥

২১। যার শ্রীচরণে নেপুর বাজে।
তার কি কপীনে সাজে॥

২২। রঙ্গপুরে যাইও না।
নগ্যা আন্ধার করিম না॥

২৩। অল্প বয়সে বাছা হইছ সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী না হইয় বাছা মাএর গৃহ নাশি।

গুরু-তত্ত্ব

ভাব্য না রে মন গুরু কেমন ধন।—গুরুভক্তি শ্লোক (পুথি)।

সন্তানের জন্য মায়ের সুখ-দুঃখ

আমার কপালে বিধি এমত লিখিয়াছিল
কলমে না ছিল কালি।
কার হরিলাম ধন জন লখাই ম'ল তেকারণ
পুত্রশোকী বলে মোরে কেবা দিল গালি॥—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বেহুলা লো, ওগো প্রাণের বেহুলা,
জীয়ন্ত শরীরে তুমি মড়ার সঙ্গে গেলা।—ঐ

ওহে প্রভু, ঘরে ঘরে কেন্দে ফেরে
তোমার জননী।—ঐ

পুত রে, এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে।—ঐ

মায় ছেড়ে যেও না রণে
মায় ছেড়ে যেও না।—ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলি।

মায়ের জন্য সন্তানের আকুলতা

ওগো বেহুলা,
মায় নি মোর আছেন কুশলে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

অকারণে কান্দ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥
নয়নে মুদিআ দেখ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

স্বামীর সুখ-দুঃখ

তুহ্মি ডাক প্রাণনাথ বোল্যা।
আহ্মি ডাকি প্রাণের প্রিয়া বল্যা॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

ডাকিলাম প্রিয়া শুন না।
কান্দ্যাহ পাছে পাবে না ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
মন আমার কথা রাখ।
একবার প্রাণপ্রিয়া বোল্যা ডাক ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুহ্মি।
নত্যা ছাড়া হইব আহ্মি ॥ - ঐ

নারী-জীবনের সুখ-দুঃখ

খেল রে প্রেমের খেলা বসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি ॥—রসবঙ্গের বারমাস (পুথি)।
দিশা। মঙ্গলবাদ্য বাজে রে জোকারধ্বনি পড়ে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" কান্দিও না লো কমলা সুন্দরী।—ঐ
" আমার মনের দুঃখ পরাণে সে জানে।—ঐ
" আহা রে প্রাণের নাথ কি হইল মোরে।—ঐ
" বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল রে ॥—ঐ
মুই না জানিতাম এমন হবে রে মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
নাথ বিনা কে মোর আছে আর।—ঐ
আমি বড় জনমদুঃখিনী।—ঐ
কান্দে সোণা বিষাদ ভাবিয়া।—ঐ
কান্দে কমলা প্রভুর মুখ চাহিয়া।—ঐ
গা তোল ওগো অভাগিনী প্রিয়ে কমলা।
কেন প্রিয়ে হেন বুদ্ধি করিলা ॥—ঐ
নাগরী ওগো বেহুলা
সুন্দর করিয়া বরিও লখাইরে।—ঐ
ও গো বেহুলা তোমার আঁচলের নিধি নিল চোরে,
কত নিদ্রা যাও গো সুন্দরী।—ঐ
ওহে জাগিতে চাপিল কালঘুমেরে
প্রাণবন্ধুয়ার লাগি।—ঐ
আরে প্রভু কি হইল মোরে।
বজ্র ভাঙ্গিয়া প'ল অভাগিনীর শিরে ॥—ঐ
প্রাণনাথকে বিষে ছাইল রে।—ঐ

আজু কেন মোরে বঞ্চিত হইল রে
দারুণ বিধাতা।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আমি কোন দেশেরে যাব ও যাব রে।—ঐ
ও রে মোর কি হইল কি হইল প্রভুর রে।—ঐ
অভাগিনী কার মুখ চাহিবে।—ঐ
দাতা আরে শিব তুমি পুণ্যবান্।
আঁচল পাতিয়া বেহুলা মাগে স্বামিদান॥—ঐ
মাল্যানী সই কি বোলিলে।
হৃদের আনল জাল্যা দিলে॥ ধূআ (করুণ)—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
শ্রীচরণ কমল পাশে।
নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে॥
কমল চরণ হৃদে থুইআ।
বান্ধে ভুজলতা দিআ॥—ঐ
আহ্মা ছাড়ি যদি জাবে।
প্রভু বধের ভাগী হবে॥—ঐ
গৌর তোরে ছাড়ি জাবে।
দিবসে আন্ধাব হবে॥—ঐ
আহ্মাব মন দেথ্যা ভাবি।
ছাড়্যা গেল ব্রজের গোরহরি॥—ঐ
কেবা চুরি প্রাণনাথ কৈল।
আমার মন্দির শূন্য হইল॥
পুষ্পের পালঙ্গ পড়্যা রইল।
প্রাণনাথ কথাএ গেল॥—ঐ
প্রাণনাথ আঞ্চলে মাণিক্য ছিল।
কোন বিধি হর্‌্যা নিল॥
গৌরাঙ্গ জাগএ মনে।
নিদ্রা নাই দুই নআনে॥—ঐ

সাংসারিক ব্যাপার

সাঙ্কিল হাসেন হোসেন।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বিবিধ

কামিনী কামিনী সরবর মাজে।—প্রাচীন গীতাবলী (পুথি)।

ধোবা। রাজা এবে তোর কি হবে উপায়॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

চিত্ত স্থির নহে নিত্য বৎস হে॥—ঐ

সেয়ামি সোয়াগলি আনন্দে আন বালি
কতুক রঙ্গে রে।

ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে॥—রঙ্গমালা (মুসলমানী গান) (পুথি)।

রাজা রে না খাইও নারিকেল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ধাই লো মিতাব সঙ্গে কহ গিয়া কথা।—ঐ

আরবার আনিব মিতা মান্দারের ফুল।—ঐ

মিতা রে কত কব দুঃখের কথা।—ঐ

আরে অবোধ ধাম্ রে।—ঐ

ওলো মালিনী ঘর তোমার কোন্ নগরে।—ঐ

তরণি প্রচণ্ড ধরণী খণ্ড খণ্ড
গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।

বাহির দিনকর বিরহ অন্তর
নিদাঘ সময় কঠিনে॥— লোরচন্দ্রানী, সৈয়দ আলাওল।

গ্রাম্য

আর না যাইয়ম্ বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে
রে কালিয়া সোণা॥—প্রাচীন হেঁয়ালি।

আমার মন বাল না,
অ রে সাদন পন্তে গেলি না,
চৌক খুইয়া ঐলি রে কানা।—ত্রিপুরা জেলার গান।

কুকিল ডাইক না রে
ঐ মদুর সুরে।
শুক্তা অবলার পরাণ
বাইরম্ বাইরম্ করে॥—ঐ

রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাস

রাধিকার মানভঙ্গ (নরোত্তম ঠাকুর) হইতে,—

১। দুই রূপ সমতুল।
কালা জলে জবা ফুল ॥

২। যেন শোভে শ্যামব কোলে।
চান্দেব মালা মেঘেব গলে ॥

৩। মোব রূপ শশিকলা।
যেন শোভে মেঘমালা ॥

৪। ঘাটেব নৌকা ঘাটে আছে।
কাণ্ডারী পলাইয়া গেছে ॥

৫। জা বে নাগব মান ভিতে।
জথা তোমাব লঞ চিতে ॥

৬। যাব প্রাণধন যে।
তাবে মান ববে কে ॥

৭। ববির প্রকাশ দেখি।
প্রফুল্ল কমলামুখী ॥

৮। তুমি যদি মায়া কব।
জগৎ ভুলাইতে পাব ॥

৯। তোমাব ভকতো যেই।
তব মায়া বুজে সেই ॥

১০। ললাটে সিন্দুব ফোটা।
যেন ববি কবে ছটা ॥

১১। তোমাব কঠিন হিয়া।
দয়া নাই চান্দমুখ চাইয়া ॥

১২। যদি মরে নীলমণি।
কেমনে বাঁচিবে ধনী ॥

১৩। মান কবে কি কবিলি।
পাইয়া নিধি হাবাইলি ॥

১৪। তব মানে এই হবে।
কান্দিতে জনম জাবে ॥

১৫। তৃণেব আনল যেন।
নাবী লোকের মান তেন ॥

১৬। শুন বসবতী গোবী।
তোমাব অন্তবে হরি ॥

১৭। তোমার মান অহি হয়া।
দংশিবে তোমাব হিয়া ॥

১৮। তুমি বল কাল কাল।
যাব কাল তাব ভাল ॥

১৯। শ্যাম অঙ্গ যদি দেখে।
বাই নয়ান মুদিয়া থাকে ॥

২০। চান্দে মেঘে হইল দেখা ॥

২১। মধুভরে ভাঙ্গে কলি।
তথাপি না যাইসে অলি ॥

শ্রীরমেশ বসু

চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে চতুস্ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার কার্য্য প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে পরিষদ্ মন্দিরের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন প্রতীয়মান হয়। সেই সময় হইতে কি উপায়ে মন্দির সংস্কার করিতে পারা যাইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকে। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য পরিষদের ছিল না। এই জন্য সদস্যগণের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, আপাততঃ পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত হাওলাত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এবং পরে ভিক্ষাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত টাকা শোধ দিতে হইবে। তদনুসারে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে মন্দির সংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, এবং তজ্জন্য উক্ত স্থায়ী তহবিল হইতে প্রায় ৯০০৲ টাকা হাওলাত লওয়া হয়। তৎপরে কলিকাতা কর্পোরেশন পরিষদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ২৫০০।০৲ টাকা দান করেন। এই টাকা প্রাপ্তির বিষয় বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই টাকার উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও মন্দির সংক্রান্ত বহু কার্য্য বাকী রহিয়াছে। এখনও পুস্তকাধারগুলি প্রস্তুত হয় নাই। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর, পায়খানা, জল ও ড্রেণের ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ সকল অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা সত্বরেই করা আবশ্যক হইয়াছে।

এই মন্দির সংস্কারকার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি মহাশয় প্রতিনিয়তই কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। মেরামতের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন ওভারশিয়ার এবং একজন দ্বারবান নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

বান্ধব

নিম্নলিখিত তিনজন বান্ধবই পূর্ব্ব হইতে আছেন। কেহ নূতন বান্ধব হন নাই।—

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রেণীভেদে নিম্নোক্তরূপ সদস্য ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট——১

(খ) আজীবন——৫

(গ) অধ্যাপক——৫

(ঘ) মৌলভী——০

(ঙ) সহায়ক——২১

(চ) সাধারণ—১৩১৪

কলিকাতা—৮৮৯

মফস্বল——৪২৫

১৩১৪

১৩৫৪

এই সকল সদস্যের মধ্যে (ক) বিশিষ্ট-সদস্য, (খ) আজীবন-সদস্য এবং (গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুঃখের বিষয়, কেহ (ঘ) মৌলভী-সদস্যপদও গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় পুনর্নির্ব্বাচিত হন নাই এবং একজন নূতন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বয় নানাভাবে পরিষদের উপকার করিয়াছেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্য ৮৮৯ জন ছিলেন। নূতন নিয়মানুসারে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের চাঁদা বার্ষিক ৬৲ স্থলে ১২৲ টাকায় বৃদ্ধি হইলে ৪৪৯ জন বর্দ্ধিত হারে চাঁদা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, ৯৪ জন মফস্বলের ঠিকানায় গিয়াছেন এবং ১২ জন পরলোকগমন করিয়াছেন ও ৫ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ৩৫৮ হইয়াছে।

মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা বর্ষারম্ভে ৪২৫ ছিল। তন্মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ৯৪ জন আসিয়াছেন এবং ১৯ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই সকল পরিবর্ত্তনের পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ৫৩৩ হইয়াছে।

বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে সদস্য-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য——৯

(খ) আজীবন সদস্য——৫

(গ) অধ্যাপক-সদস্য——৫

(ঘ) মৌলভী-সদস্য———০

(ঙ) সহায়ক-সদস্য———২১

(চ) সাধারণ-সদস্য——৯১৮

কলিকাতা—৩৮৫

মফস্বল— —৫৩৩

৯ ৮

৯৫৮

কলিকাতাবাসী সদস্যের চাঁদা বৃদ্ধি হওয়ায় বহু সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বর্দ্ধিত হারে চাঁদা দিতে অসম্মত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বাড়ী বাড়ী পরিষদের অবস্থার বিষয় জানাইয়া সদস্য থাকিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য একজন লোক দুই মাসের জন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই শ্রেণীর নূতন সদস্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

পরলোকগত সদস্যগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ১২ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ও মফস্বলবাসী ৫ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইল।

(কলিকাতা)

১। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক। অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এমেরিটাস্ অধ্যাপক হন। ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়া 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেক্‌চার' নামে এক অধ্যাপকের পদ স্থাপন করিয়াছেন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার জন্য ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

২। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ। প্রথমাবস্থায় ইনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া বহু নাটক ও উপন্যাস লেখেন এবং 'অলৌকিক রহস্য' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত, নর নারায়ণ, আলিবাবা, রত্নাবতী প্রভৃতি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

৩। শ্রীপতি কাব্যতীর্থ। প্রথমে ইনি 'হাওড়া-হিতৈষীর' সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে মনোযোগ দেন এবং উহার গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি উহার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এবং স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথের সহিত

রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইনি বাঙ্গালাভাষায় সুবক্তা ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

৪। রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর বি এ, এফ এস্ এস্, এফ আর ই এস্। ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের Statistical Departmentএর উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন।

৫। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল। ইনি গবর্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইনি জেলার জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং পরিষদের বহু অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতেন। ইনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, শান্তি-সমিতি, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৬। ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, পি-এচ ডি। ইনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার রচিত নিবন্ধগুলি বহু ভাব ও গবেষণার পরিচায়ক। অতি অল্প বয়সেই ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

৭। কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। 'অর্চ্চনা' পত্রে ও অন্যত্রও ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৮। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত্র, পৃথ্বীরাজ, মানব-গীতা, শিবাজী প্রভৃতি উচ্চাদের গ্রন্থ লিখিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থও রহিয়াছে।

৯। রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি এ। ইনি ভারতীয় ডাক-বিভাগের অতি উচ্চ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং প্রতিষ্ঠাবান্ কবি ছিলেন।

১০। রামচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল। ইনি পরিষদের অত্যন্ত হিতৈষী সদস্য এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবহারজীবী ছিলেন।

১১। হরিপদ দাস ঘোষ।

১২। হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ। ইনি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। বিগত বর্ষে ইনি পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও তৎপূর্ব্বে সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচনা-শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। পরিষদের ইনি একজন কর্ম্মী সদস্য ছিলেন।

(মফস্বল)

১। খোকালাল মিত্র। হুগলীনিবাসী এই সদস্য নূতন হইলেও পরিষদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

২। রাজা জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সিমলাপালের ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি ১৭ বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং পরিষদের চিত্রশালার জন্ত গুটিপোকার জাল উপহার দিয়াছিলেন।

৩। দক্ষিণাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ইনি পঞ্চকোট-রাজসংসারে কার্য্য করিতেন। ২ বৎসর হইল, ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

৪। রামপ্রাণ গুপ্ত। ময়মনসিংহ কেদারপুর টাঙ্গাইলনিবাসী রামপ্রাণবাবু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকার অধিবেশনে ইনি ইতিহাস-শাখার সভাপতি হন। 'ভারতবর্ষে গ্রীক্' সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শেষ জীবনে মুসলমানযুগের ইতিহাস লিখিতেছিলেন,—ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরিষৎকে ইনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরিষৎকে ইনি কিছু টাকা দান করিবার জন্ত উইল করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার পুত্র জানাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার চলিতেছে।

৫। সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ। ইনি বীরভূম রায়পুরনিবাসী বিখ্যাত সিংহবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানরাজ-সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বর্দ্ধমান অধিবেশন সফল করিবার জন্ত ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইনি শাখা-পরিষদের পক্ষে এক বৎসর মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণ

এই সকল সদস্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যবন্ধুর পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিষৎ বিশেষ ভাবে ইঁহাদের জন্ত শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং ইঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১। গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
২। খান বাহাদুর তস্‌লিম উদ্দিন আহমদ বি এল
৩। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ
৪। ডাঃ নলিনীকান্ত দত্ত এম এ, পি-এচ ডি
৫। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬। প্রকাশচন্দ্র দত্ত
৭। বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি
৮। শশধর তর্কচূড়ামণি
৯। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
১০। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১১। স্বামী সারদানন্দ

সাধারণ অধিবেশন

(ক) বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষের ৭ই আশ্বিন রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর দুই জন সাহিত্যসেবীর চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপর ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয় ও চতুস্ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সদস্য-নির্ব্বাচনের পর চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয় ও কতকগুলি উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নয়টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটিতে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই, অবশিষ্ট আটটিতে নয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। নিম্নে অধিবেশনের তারিখ, সভাপতি, প্রবন্ধ ও তাহার লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম মাসিক—১লা আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। প্রবন্ধ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, লেখক—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।

দ্বিতীয় মাসিক—১২ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল।

তৃতীয় মাসিক—২৯এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল। প্রবন্ধ—শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি, এম এ।

চতুর্থ মাসিক—২০এ ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

পঞ্চম মাসিক—২৭এ ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—'সরস্বতী' (দ্বিতীয়াংশ), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

ষষ্ঠ মাসিক—৫ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধ—বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সপ্তম মাসিক—১৮ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধ—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, লেখক—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

অষ্টম মাসিক—২১এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ,

প্রবন্ধ—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

নবম মাসিক—২৮এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। প্রবন্ধ—(ক) (ফরিদপুর) কোটালিপাড়ার গ্রাম্য-শব্দ, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, এবং (খ) অনুমতি দেবী, লেখক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম এ।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নয়টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটি সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা, তিনটি সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোকসভা এবং তিনটীতে বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। নিম্নে বিশেষ অধিবেশনগুলির তারিখ, সভাপতির নাম এবং বিষয় ও আলোচনাকারিগণের নাম দেওয়া হইল।

প্রথম—১৪ই আষাঢ়, বুধবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। প্রাতে গোরস্থানে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রার্থনায় যোগদান করেন এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী কবিতা পাঠ করেন এবং কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার উদ্দেশে প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ণে স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ হলে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় "বিদ্রোহী কবি মধুসূদন" ও 'মধুসূদন' নামক দুইটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় "মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত সাগরদাঁড়ীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের চেষ্টা করায় ও হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণ তহবিলে ১০৲ দান করেন।

দ্বিতীয়—১১ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল। আলোচ্য-বিষয়—(ক) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়-রচিত "যোগীন্দ্র-প্রয়াণে" নামক কবিতা পঠিত হইলে পর, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সভাপতি

মহাশয় ৺যোগীন্দ্র বাবুর বিষয় আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত চুণীবাবু ৺অধর বাবুর গুণপনা কীর্ত্তন করেন।

তৃতীয়—১৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। অলোচ্য বিষয়—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি গান গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সভাপতি মহাশয় ৺ক্ষীরোদ বাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎপরে ৺ক্ষীরোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ১০৲ হিসাবে ৫০৲ ব বির চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—১০৲, শ্রীযুক্ত শৈলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—১০৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল—১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১০৲, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১০৲। অতঃপর ৺ক্ষীরোদ বাবুর নরনারায়ণের অংশবিশেষ অভিনীত হয়। এই বিশেষ অধিবেশনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্থ—৫ই ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় 'বলিদ্বীপ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

পঞ্চম—১২ই ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় "যবদ্বীপ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

ষষ্ঠ—১৯এ ফাল্গুন, শনিবার। আলোচ্য বিষয়—৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় কবিতা পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে গুণগান করেন এবং চিত্রপ্রদাতা ৺অশ্বিনীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সপ্তম—৪ঠা চৈত্র, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট মহাশয় "কাম্বোডিয়ার হিন্দু সভ্যতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন দ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

অষ্টম—১৯এ চৈত্র, রবিবার। আলোচ্য বিষয়—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই, ই বি ই। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-রচিত একটি কবিতা পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয় ৺মুস্তফী মহাশয়ের নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন। এই সভায় ৺ব্যোমকেশ বাবুর হস্তলিখিত ও তাঁহার পরিকল্পিত "পরিষৎপ্রকাশিকা" নামক মাসিক পত্রিকার পাণ্ডুলিপি এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে পদ্যে লিখিত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদর্শিত হয়।

নবম—২৬এ চৈত্র, রবিবার। আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়ের কবিতা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' ও 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী' গান করেন এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' অভিনয় করেন।

সংবর্দ্ধনা

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৫ই বৈশাখ সোমবার পরিষৎ মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত বিনয় বাবুর প্রবাস গমনের পর তাঁহার কলিকাতাবাসী কতিপয় গুণগ্রাহী বন্ধু, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহও হইয়াছিল। বিগত বর্ষে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর উক্ত কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একযোগে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহাকে উক্ত তারিখে সংবর্দ্ধনা করেন। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সংবর্দ্ধনা-সভার সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভায় তিনি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবুকে অভিনন্দন প্রদান করেন। খদ্দরের উপর এই অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত হয়, এবং উহা রৌপ্য-পাত্রে তাঁহাকে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় তাঁহার স্বরচিত 'বরণ' নামক গীতটি গাহেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। এই

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার প্রবাসলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এই সংবর্দ্ধনায় যাবতীয় ব্যয় উক্ত সংবর্দ্ধনা-সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে ২৫৲ টাকা মাত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

(খ) আলোচ্য বর্ষে ১৭ই হইতে ২২এ পৌষ (২রা হইতে ৭ই জানুয়ারী) কলিকাতা নগরীতে ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের ১৫শ অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থান হইতে সমাগত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে গত ২০এ পৌষ বৃহস্পতিবার পরিষৎ মন্দিরে সংবর্দ্ধনা করা হয়। প্রায় শতাধিক বৈজ্ঞানিক এই সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদ্ মন্দিরে এবং রমেশ-ভবনে পুস্তকাগার ও চিত্রশালার দ্রব্যাদি সজাইয়া রাখা হইয়াছিল। চাঁদা তুলিয়া এই সংবর্দ্ধনার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়।

(গ) বিগত ৫ই ফাল্গুন, শনিবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ এইচ লুডার্স ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী এল্‌স লুডার্স মহোদয়াকে পরিষদে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস্ সি, পি-এচ ডি

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল

" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস

" যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই

" পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

" মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই

" মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সি আই ই

" কুমার শরৎকুমার রায় এম এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

" জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি

কোষাধ্যক্ষ— " যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল

চিত্রশালাধ্যক্ষ— " অজিত ঘোষ এম এ, বি এল

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

অনাথনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর যাবতীয় আয়-সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপর যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার ভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পরিচালনের কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৩৪শ ভাগ চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাতে অবস্থানকালীন তাঁহার নির্দ্দেশ মত পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে এবং লয়েড ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পরিষদের অর্থাদি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক তালিকাভুক্ত ও সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আলমারী প্রস্তুত না হওয়ায় ও অতিরিক্ত লেখক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা না হওয়ায় এই কার্য্য অগ্রসর হয় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় রমেশভবনে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ছাত্রসভ্যগণের দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ করাইবার সুবিধা হইতেছে না।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

নিম্নলিখিত আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক)—সদস্যগণকর্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট
২। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
৪। " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ
৫। " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
৭। " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস
৮। " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি
৯। " ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ
১০। " নৃপেন্দ্রকুমার বসু
১১। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, এফ জেড এস্
১২। " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১৩। " লেফটানেন্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ
১৪। " মন্মথমোহন বসু এম এ
১৫। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
১৬। " অমলচন্দ্র হোম
১৭। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
১৮। " নিবারণচন্দ্র রায় এম এ
১৯। " নরেন্দ্র দেব
২০। " ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি

(খ) শাখা পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ
৩। " মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল
৪। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৫। " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
৬। " নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১। বজেটের অতিরিক্ত ৩৯২৸৹ ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে।

২। রমেশভবন-সমিতির কার্য্যের জন্য ১৩৬৸৶৯ হাওলাত দাদন মঞ্জুর হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—

(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) চিত্রশালা-সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি, (ঞ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনা সমিতি, (ট) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকোষ সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার —চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি, (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি

৪। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত তাঁহার অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ বাণীকুঞ্জ লাইব্রেরীর ৯১০ খানি পুস্তক, আলমারী, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি এবং বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত "মৈত্রের ফ্যামিলী লাইব্রেরীর ২০০৫ খানি পুস্তক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক একখানি বৈদ্যুতিক পাখা দানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা লেক্‌চারশিপ কমিটি'তে পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল সম্বন্ধে পরিষদের মতামত প্রেরিত হইয়াছে।

৮। পরিষদ্ মন্দিরে নিখিল-বঙ্গ-পুস্তকালয় সম্মিলন উপলক্ষ্যে পুস্তকাগারের গঠনপদ্ধতি সম্পর্কীয় প্রদর্শনী হইয়াছিল।

৯। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৫শ অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমাগত প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।

১০। গত বর্ষে বিজ্ঞাপিত শুক্রনীতিসার গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

১১। পুস্তকালয়ের পুস্তকাধার, জল, ড্রেণ, পাইখানা ও প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১২। নিখিল-বঙ্গ-পুস্তকালয়-সম্মিলনীতে ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা —সাহিত্য-শাখা—৩
ইতিহাস-শাখা—৩
দর্শন-শাখা——১
বিজ্ঞান-শাখা —৩

মনোনীত প্রবন্ধ ও লেখকগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা—

১। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

২। ফরিদপুর-কোটালীপাড়ার গ্রাম্য শব্দ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৪। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৫। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

(খ) ইতিহাস-শাখা—

১। অনুমতি দেবী—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ।

২। সরস্বতী (দ্বিতীয়াংশ)—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(গ) বিজ্ঞান-শাখা—

১। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

এই চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানকারিগণ,—

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর।

ইতিহাস " " " নিখিলনাথ রায় বি এল্।

দর্শন " " " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল।

বিজ্ঞান " " " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্।

সাহিত্য-শাখার আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

ইতিহাস " " " অজিত ঘোষ এম এ, বি এল।

দর্শন " " " নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞান " " " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

জ্যোতিষ শাখা ও চিকিৎসা-সমিতি

এই দুই শাখার কোন অধিবেশন এবং কোন কাজ হয় নাই। জ্যোতিষ শাখার আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও চিকিৎসা-সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি।

পুথিশালা

বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণে তালিকাভুক্ত পুথির সংখ্যা যাহা দেখান হইয়াছিল (৪৬৯৩ খানি), আলোচ্য বর্ষেও দুঃখের সহিত আমাদিগকে সেই সংখ্যাই দেখাইতে হইতেছে। এ বৎসর উপহারস্বরূপ কোনও পুথি পাওয়া যায় নাই এবং পুথি সংগ্রহ বা ক্রয় করিবারও কোন সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ১৩০২ সালে যে সকল পুথির বাণ্ডিল উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহার বাছাই-কার্য্য আলোচ্য বর্ষেও সম্পূর্ণ হয় নাই। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর তাহার অপরাপর খণ্ডগুলির মুদ্রণ সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা এ বৎসর হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক খরিদের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ কর্পোরেশনের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কর্পোরেশনের সর্ত্ত অনুসারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ মহাশয় পরিষদের পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩৬৫৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৪৭২ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৮৭ খানি ক্রীত হইয়াছে।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৩২৭২ খানি পুস্তকের মধ্যে (ক) বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় তাঁহার পারিবারিক পুস্তকালয়ের ২০০৫ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন, (খ) বরাহনগরনিবাসী ও ভূতপূর্ব্ব 'পল্লীবাসি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মরণার্থে ৪টি আলমারী, র‍্যাক্, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত "অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ বাণীকুঞ্জে"র সমস্ত পুস্তক মোট ৯১৭ খানি উপহার দিয়াছেন এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ এটর্ণি মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী তরলাসুন্দরী দাসীর স্মৃতি-রক্ষার্থ ২০২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ৩৪৮ খানি পুস্তক পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষৎ এই সকল দাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ক্রমশঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের উন্নতির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হইতেছে।

আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ৩৩ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার Anthropological Association, Museum of Fine Arts এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental Studies তাঁহাদের পত্রিকাগুলি রীতিমত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে দান করিয়াছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীর পত্র পত্রিকা নিম্নোক্ত সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে,—

দৈনিক——১০
সাপ্তাহিক——৩৫
পাক্ষিক——৩
মাসিক——৬২
দ্বৈমাসিক——৪
ত্রৈমাসিক——১০
বার্ষিক——১

১২৫

এই সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman, Englishman, Indian Antiquary, Modern Review ও কিছু ভিন্ন 'মাসিক বসুমতী' ক্রয় করা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে সাময়িক পত্রের তালিকা দেওয়া হইল।

বর্ষারম্ভে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত-সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের সংগৃহীত পুস্তক—	১৪৭৬৯
(খ)	" " বাঁধান সাময়িক পত্র	২০১১
(গ)	বিদ্যাসাগর পুস্তকালয়	৩৫৪৬
(ঘ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "	২২৬০
(ঙ)	রমেশচন্দ্র দত্ত "	৭৩২
(চ)	সাহিত্য-সভার "	২৫৪০
		২৫৮৫৮

অতএব বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত—	২৫৮৫৮
বর্ত্তমান বর্ষের সংগৃহীত—৬	৩৬৫৯
বর্ত্তমান বর্ষের মাসিক পত্রিকা পুস্তকাকারে বাঁধান	৩১
	২৯,৫৮৮

এই সকল পুস্তকের মধ্যে কোন্ ভাষায় কতগুলি পুস্তক রহিয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে চারি মোট পুস্তক পুস্তিকা ও খণ্ডিত সাময়িক পত্রিকা বর্ষশেষে আসিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ও তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আগামী বর্ষে তাহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ১৭৮ জন সদস্য পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ২৩৫১ বার পুস্তক আদান-প্রদান করা হয়। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক ও আলমারী রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করার জন্য উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাবলী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে এবং তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ দুই মাস পুস্তকালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া এ বিষয়ে কোন কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। পুস্তকগুলি রমেশ-ভবন হইতে আনিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছেমাত্র। এই কার্য্যেই পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়াছে। পুস্তকাধার প্রস্তুত হইয়া গেলে এই পুস্তকগুলি রাখিবার ব্যবস্থা ও তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। তবে এই সকল কার্য্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যয় না করিতে পারিলে পুস্তকালয়ের শৃঙ্খলা ত থাকিবেই না, সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব এবং পুস্তকাধার প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চিত্রশালা

মন্দির সংস্কারের সময়ে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের পর বিগত পৌষ মাসে চিত্রশালার যাবতীয় দ্রব্য রমেশ-ভবনে অস্থায়িভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পরিষদ্ মন্দিরে সাহিত্যিকগণের চিত্রাদি রাখা হইয়াছে। প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি প্রভৃতির জন্য শো-কেস্ প্রয়োজন হইয়াছে। চিত্রশালা-সমিতি এই সকল দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সহিত হুগলী জেলার অন্তর্গত ভান্তাড়া গ্রামে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন।

পরিষদের বিশেষ অনুরোধে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় কান্দী মহকুমার নানা স্থান হইতে মূর্ত্তি-সংগ্রহ করিতেছেন এবং কয়েকটি মূর্ত্তি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে হরিহর ও নরসিংহ-মূর্ত্তি দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি পরিষদে এতাবৎ কাল সংগৃহীত হয় নাই। চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় রাজসাহী, মুরশিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন স্থানে মূর্ত্তিসংগ্রহ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যেই সেই সকল স্থানে তিনি যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্রশালার জন্য আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রদাতৃগণের ও প্রাপ্তিস্থানের নাম সহ দ্রব্যগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রস্তরমূর্ত্তি—

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান বামুনডিহি, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

২। হরিহর-মূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান করুন্দি, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার।

৩। হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান খাঁড়েরা, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাস, শ্রীযুক্ত ভবতারণ দাস, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দাস।

৪। নরসিংহ-মূর্ত্তি—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

৫। বিষ্ণুমূর্ত্তির অংশ—প্রদাতা— ঐ।

এই দুইটি মূর্ত্তি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলকমল ত্রিবেদী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

৬। বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান ভান্তাড়া, হুগলী, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ এম এ,বি এল ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ।

৭। রৌপ্যমুদ্রা—দুইটি
তাম্রমুদ্রা—২৫টি } মুদ্রাগুলি নানা দেশীয় ও অল্পবিস্তর আধুনিক।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত পণ্ডিতগণ পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

(ক) ডাঃ এইচ্‌ লুডার্স—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
(খ) শ্রীমতী এল্‌স লুডার্স—ঐ পত্নী।
(গ) শ্রীযুক্ত হেলমুথ ভন্‌ গ্লাসেনাপ—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
(ঘ) শ্রীযুক্ত পি ডব্লিউ হ্যাথওয়ে—কলিকাতা করপোরেশনের সিটি আর্কিটেক্‌ট।
(ঙ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল।
(চ) মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সাধারণ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ।

চিত্রশালা দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের দরুন আলোচ্য বর্ষে ১৯৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আসল ও সুদ ধরিয়া এই ভাণ্ডারে বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ১২৭৪৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থে কোন কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষেও অর্থাভাবে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পরিষদের এই চিত্রশালার জন্য যে ১৬,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বর্ষের বজেটে ভুক্ত হয় নাই, বলিয়া উক্ত টাকা এখনও হস্তগত হয় নাই। এই হেতু রমেশ-ভবনের ছাদের কার্ণিশ, বাহিরের সিঁড়ি, সম্মুখের দেওয়ালের প্রস্তরশিল্পের অসমাপ্ত কার্য্যগুলি, কোলাপ্‌সিবল্‌ গেট ও প্রাচীর এবং চিত্রশালার মূর্ত্তি প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার জন্য পাদপীঠ এবং শো-কেস্‌ প্রভৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। আশা করা যায়, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষেই উক্ত ১৬,০০০৲ টাকা দান করিয়া বঙ্গদেশের এই অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান, পুরাকীর্ত্তি-মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সাধারণের দর্শনযোগ্য করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

পদক ও পুরস্কার

পুরস্কার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-শাখা সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠাইবার দিন নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল।

পদক

পদক	প্রবন্ধ
১। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।
২। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩। তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক	'এষা' কাব্য সমালোচনা।
৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)	'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।
৬। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।
৭। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক	মাইকেলের ছন্দ।
৮। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

পুরস্কার	প্রবন্ধ
৯। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
১০। গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)	স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

৬ষ্ঠ পদকটি মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৫ই বৈশাখের মধ্যে কোন্ পদক বা পুরস্কারের জন্য কয়টি প্রবন্ধ আসিয়াছে, প্রবন্ধগুলির পরীক্ষক ও পদক বা পুরস্কার যিনি পাইবেন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১ম বিষয়, ৭টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয় পদক পাইবেন।

২য় বিষয়, ২টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। কেহ পান নাই।

৩য় বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

৪র্থ বিষয়, ৩টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। কেহই পদক পাইবেন না।

৫ম বিষয়, ১টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। কেহই পদক পাইবেন না।

৬ষ্ঠ বিষয়, ২টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীমতী রত্নমালা দেবী পদক পাইবেন।

৭ম বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয় পদক পাইবেন।

৮ম বিষয়ে কোন্ প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

৯ম বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

১০ম বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীমতী মালতীমালা তত্ত্বদীপিকা পুরস্কার পাইবেন।

যাঁহারা পদক বা পুরস্কারের টাকা দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার ভার লইয়াছিলেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

স্মৃতি-রক্ষণ

চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্য-সেবিগণের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে,—

(ক) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (ব্রোমাইড্)। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রস্তুত।

(খ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত।

(গ) অশ্বিনীকুমার দত্ত (ব্রোমাইড)। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এম এল সি, এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত ব্যারিষ্টার মহাশয়গণ এই চিত্র দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্রপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

(খ) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্।

(গ) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ।

(ঘ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম এ মহাশয় দান করিবেন।

(ঙ) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী—শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় দান করিবেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে,—

(ক) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল (তৈলচিত্র)। শ্রীযুক্ত জে সি সিংহ মহাশয় ৩০৲ এবং শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় ২০৲ এই জন্য দান করিয়াছিলেন। এই অর্থ হইতে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (তৈলচিত্র)। এই চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ইঁহাদের নিকট চাঁদা পাওয়া গিয়াছে,--মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ২৫৲, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ১০৲, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ৫৲ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২৲, মোট ৪২৲। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দত্ত ২৫৲ এবং শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল মিত্র ৪৲ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

(গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ (ব্রোমাইড) এবং (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (ব্রোমাইড)। এই দুইখানি চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্থাপিত নিম্নলিখিত ভাণ্ডারগুলির অবস্থা বর্ষশেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৩৩০৮/৯।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৬৭॥৶০।

(গ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২০৬৪৶৯।

(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৭৩।৬।

(ঙ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২৭০৲।

(চ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৬৫।০।

(ছ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১০০৲।

(জ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৪৫৲। বর্ষমধ্যে বালীগঞ্জ, ৫নং সানি পার্কস্থিত ললিতকলা-সংসদের পক্ষে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, এডভোকেট মহাশয়ের নিকট ১০০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়কে কবির চিত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। এখনও চিত্র সমাপ্ত হয় নাই। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৪৫৲।

(ঝ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৩৲ টাকাই রহিয়াছে। একখানি চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখনও পরীক্ষা হয় নাই। এই তহবিলের আরও অর্থ সংগৃহীত না হইলে চিত্রকরের প্রাপ্য শোধ হইবে না।

(ঞ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫৲ টাকা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয় এই অর্থে একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(ট) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে যে ৫০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের অর্থে কোন চিত্র আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া কোন অর্থও প্রদাতৃগণের নিকট হইতে লইতে পারা যায় নাই।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও করিতে পারা যায় নাই।—(ক) কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (ঘ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (ঙ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (চ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ছ) প্রাণনাথ দত্ত, (জ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ঝ) কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, (ঞ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (ট) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ঠ) স্যর আশুতোষ চৌধুরী, (ড) মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (ঢ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ণ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (ত) মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, (থ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (দ) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (ধ) চণ্ডীচরণ সেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাখা-পরিষদ্গুলির মধ্যে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, গৌহাটী, মীরাট, কাশী, উত্তরপাড়া, নদীয়া ও চট্টগ্রাম শাখা-পরিষদের কার্য্য-কারিতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখায় কি ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। আলোচ্য বর্ষে মূল-পরিষদের পত্রিকা-ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গৌহাটী ও চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ দুইটি শাখা হইতে যথোপযুক্ত অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় বারাণসী শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল-পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই সুযোগে অন্যান্য শাখাগুলিকে মাতৃভাষায় সেবা-কার্য্যে আন্তরিকতার সহিত মনোযোগ দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ৪৯ জন ছাত্র-সভ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নূতন একজন ছাত্র ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকজন ছাত্র বিশেষ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত রমেশ বসুপ্রমুখ কতিপয় বিশেষজ্ঞ ছাত্রগণকে গবেষণাদি কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। দুঃখের বিষয়, ছাত্রসভ্যগণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে না এবং আলোচ্য বর্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কার্য্য কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় কতিপয় প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ও নূতন নিয়ম সংযোজনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেগুলি শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক তাহাদের বিবেচনা শেষ হয় নাই।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে নিখিল-বঙ্গ-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনের সম্পর্কে পরিষদ্ মন্দিরে ঐ সম্মিলনের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও পরিষদের সহযোগিতায় পরিষদের ও রমেশ-ভবনের হলে পুস্তকালয়-প্রদর্শনী হয়। শ্রীযুক্ত লতিকা বসু মহাশয়া এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদ্ব্যতীত রাজাবাগানের ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন পরিষদের হলে তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশন ও অভিনয় করেন এবং ২৪ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন পরিষদের হলে সম্পাদিত হয়।

বঙ্গীয়-গবর্মেণ্ট

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য বাবদ ১২০০৲ দান করিয়াছেন এবং ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্রশালার জন্য বিগত বর্ষে পরিষদের আবেদনে যে ৬০০০৲ টাকা গবর্মেণ্ট দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে গবর্মেণ্টের পত্রের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। আশা করা যায়, গবর্মেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া আলোচ্য বর্ষে ঐ টাকা দান করিয়া চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। উপরোক্ত বার্ষিক দানের জন্য পরিষৎ বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক খরিদ করিতে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট ৬৫০৲ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য বার্ষিক ২০০০৲ সাহায্য চাহিয়া করপোরেশনের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে করপোরেশনের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে। করপোরেশনের সাহায্যে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মন্দির মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের ট্যাক্স রেহাই করিয়াছেন। পরিষৎ ঐ সকল দানের জন্য করপোরেশনের নিকট বিশেষ ঋণী।

পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, করপোরেশন পরিষদ্-মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় উজ্জ্বল আলোবিশিষ্ট লাইটপোষ্ট স্থাপন করিয়া পরিষদের ও সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৩৪শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮টি প্রবন্ধ সাহিত্যাদি চারি শাখায় অনুমোদিত হইয়াছিল। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকগণের নাম দেওয়া হইল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—

১। দীন চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।

২। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৩। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

৪। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৫। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

৬। ঐ বিষয়ে সম্পাদকের নিবেদন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

৭। ঐ বিষয়ে মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

(খ) গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ—

১। শব্দসংগ্রহ—মোল্লা শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহম্মদ।

২। বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ,—শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র বি এ।

৩। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

(গ) দর্শন—

১। জৈনদর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।

২। জ্ঞান উৎপাদ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

(ঘ) পরিভাষা—

১। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

(ঙ) ইতিহাস—

১। কবীন্দ্র রমাপতি—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

২। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধরণা—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

৩। সরস্বতীর বলি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৪। অনুমতি দেবী—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ।

(চ) জ্যোতিষ—

১। প্রজা-নিয়মনে ও সুপ্রজা-বর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

এই প্রবন্ধগুলি ব্যতীত গত ৩৩শ বার্ষিক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শব্দসূচী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূচী পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ অনুসারে বঙ্গদেশের বাহিরের ও বিদেশের পণ্ডিত-শ্রেণীর আলোচনার সৌকর্য্যার্থ ৩য় সংখ্যা পত্রিকা হইতে প্রত্যেক প্রবন্ধের ইংরেজি সার মর্ম্ম ছাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ ও ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পদকল্পতরুর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে পদাবলী-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইল। এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই খণ্ডে পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী, ভূমিকা, শব্দসূচি প্রভৃতি থাকিবে। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। কৌলমার্গ-রহস্য গ্রন্থের কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব্বের মূলের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকাদি মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইবে। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল

গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা ছাপাখানা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল। নিম্নে গ্রন্থগুলির সম্পাদক ও কোন্ গ্রন্থ কত ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, তাহা লিখিত হইল।

১। পদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, মূল ১॥০ ফর্ম্মা, টাইটেল, সূচী প্রভৃতি ১ ফর্ম্মা এবং মলাট।

২। ঐ—(৫ম খণ্ড) সম্পাদক ঐ, ৩ ফর্ম্মা (১—৩)।

৩। ন্যায়দর্শন (৫ম খণ্ড), সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ৩ ফর্ম্মা (১—৩)।

৪। সংকীর্ত্তনামৃত—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৪ ফর্ম্মা (১০—১৩)।

৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (১—৩১ ফর্ম্মা)

৬। কৌলমার্গ-রহস্য—সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ। ১০ ফর্ম্মা (১০—১৯)।

এতদ্ব্যতীত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নব সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নানা স্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুথি হইতে পদ-সংগ্রহ ও পাঠভেদ লিপিবদ্ধ হইতেছে। অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণও এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার পাইয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থপ্রকাশ ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণাদি ছাপাখানা-সমিতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত ফর্ম্মাগুলি ছাপা হইয়াছে,—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩৪ ভাগ—৩৫॥০ ফর্ম্মা।

৩৩শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ।॥০ ফর্ম্মা।

৩৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৬॥০ ফর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন — — ৪ ফর্ম্মা।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ৩১৬২৬।৶০ এবং ৪৬৬১৯৸৶১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্বৃত্ত ১৫৬৩৪॥৴১ টাকা এবং বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয় যোগ ও ব্যয় বাদ দিয়া বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ৩২৫০৪৸১ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। বর্ষারম্ভের বজেটে চাঁদা আদায় খাতে ৬০০০৲ ধরা হইয়াছিল। সহরের সদস্যগণের মাসিক চাঁদার হার বৃদ্ধি হওয়ায় চাঁদা কম আদায় হইবে, এই ধারণায়

সংশোধিত বজেট ৫৫০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের চেষ্টায় চাঁদা আদায় খাতে বর্ষারম্ভের বজেট অপেক্ষা ৭৭৮॥০ চাঁদা বেশী আদায় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে সদস্যগণের চাঁদা খাতে ৪১১৩৮৶০ বাকী পড়িয়াছে।

ঋণ শোধ—বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে সকল টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে টাকা হাওলাত লওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬২৯।০ পরিশোধ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের শেষে সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪০০০৲ টাকা হাওলাত রহিয়াছে। এই টাকা এবং বাজার-দেনা ৭৮২৫৸/০ মধ্যে বাড়ী মেরামতের বিলের, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার তার বদল ও নূতন পয়েন্ট জন্য বিলের ৫২৭৯।/৯ বাদ দিলে মোট ২৫৪৬৸৶৩ এবং সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উক্ত ৪০০০৲ একুনে ৬৫৪৬৸৶৩ পরিশোধ করিতে পারিলে পরিষৎ ঋণমুক্ত হইতে পারেন।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল—সাধারণ স্থায়ী তহবিল পুষ্ট না হইলে পরিষদের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। সদস্যগণের চাঁদা আদায় যেরূপভাবে হইতেছে, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। কারণ, বর্ষের দেয় চাঁদা বর্ষমধ্যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আদায় করা যাইতেছে না।

পরিষদের যাবতীয় হিসাবাদি পরীক্ষার ভার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাবতীয় হিসাব-পরীক্ষা-কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়ব্যয়-সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত কার্য্যের জন্য পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম, যে যে উদ্দেশ্যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ও চাঁদার পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(ক) স্থায়ী তহবিলের ঋণশোধের জন্য দান।
(খ) পুস্তক খরিদের জন্য দান।
(গ) ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ খরিদের জন্য দান।
(ঘ) সায়ান্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনার জন্য দান।
(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য দান।
(চ) সাহিত্যিকগণের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান।
(ছ) পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য দান।

এই সকল চাঁদাদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ২১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ এবং এই ভাণ্ডারে তাঁহার এবং কয়েক জন মহানুভব সাহিত্যিকের প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা আলোচ্য বর্ষে ১৩৫৷৷০ আয় হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে আলোচ্য বর্ষে ৬০৲ সাহায্য করা হইয়াছে। বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ২৪৬৪৸৶৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিলভুক্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে উক্ত ২৫৲ এই ভাণ্ডারভুক্ত করা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন

১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষে বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তৎপরবৎসর পাবনায় অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় অশান্তির জন্য তথায় সম্মিলন সম্ভব হয় নাই। তৎপরে অন্য কোন স্থানেও এই দুই বৎসর সম্মিলন হইল না। আলোচ্য বর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্মিলন হইবার কথা একরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগীর অকালমৃত্যু ও স্থানীয় দুর্ভিক্ষের জন্য সম্মিলনের আর কোন আয়োজনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে তথায় সম্মিলন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। বীরভূমের সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে উহা প্রকাশিত হইবে।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুস্ত্রিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। কিন্তু পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটী কথা না বলিয়া এই কার্য্যবিবরণ শেষ করিলে কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হইবে বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য-ভার পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। এই পাঁচ বৎসর যাঁহাদের সাহচর্য্য, সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত পরিষদের সর্ব্ববিভাগের কার্য্য পরিচালনা করা আমার ক্ষুদ্র-শক্তিতে আদৌ সম্ভব হইত না, সর্ব্বাগ্রে সেই সমস্ত সদস্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য আশানুরূপ করিতে না পারায় ত্রুটিও স্বীকার করিতেছি।

আজ পাঁচ বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার বহু ত্রুটি ও সেবাপরাধ ঘটিয়াছে। আমি তজ্জন্য আজ পরিষদের সকল সদস্যের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া, বিনীতভাবে জানাইতেছি, যেন তাঁহারা আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার মাথার উপর দিয়া বহুবিধ ঝড়

বহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কার্য্য করিতে হওয়ায় আমি নিজেকে সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আপনারা আপনাদের নিজগুণে সে সকল ত্রুটি যখন ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন, তখন আমার ভরসা আছে, আজও আপনারা আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

আমি যখন পরিষদের সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হই, তখন পরিষদের বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ঋণ ছিল নয় হাজার টাকা। আজ সেই পদ হইতে অবসর লইবার সময় আমার বলিতে বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ঋণ সমস্তই পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি পরিষদের কার্য্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত হই, তখন রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সূচনা হয় নাই। আজ রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ। ইহা আনন্দ-সংবাদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য পরিষদের ঋণও যথেষ্ট হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা এখনও করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, আমি আজ যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগ অনুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার কার্য্য-পরিচালনায় অচিরেই পরিষৎ সর্ব্বপ্রকার ঋণমুক্ত হইবে। এই সঙ্কটের দিনে তাঁহার ন্যায় একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতকে পাইয়া আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। আজ আমরা যে উৎসাহী শ্রদ্ধাবান্ কর্ম্মীকে পাইলাম, আমার ভরসা আছে, তাঁহার ন্যায় কর্ণধারের সুনিপুণ কার্য্য-কুশলতায় পরিষৎ সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তদুপযোগী উৎসাহী কর্ম্মী পাওয়া যায় নাই। মাতৃভাষার উন্নতিকামী উদ্যমশীল কর্ম্মীর অভাবে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কার্য্যে আজও হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। আমার বিশ্বাস, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু কর্ম্মী ইহার নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

পরিষৎ যে কয়জন মুষ্টিমেয় কর্ম্মীর সাহায্য পাইতেছেন, তাহাও যথেষ্ট নহে। কর্ম্মবহুল পরিষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, ইহাকে যথোপযুক্তভাবে পরিপুষ্ট করিতে হইলে বহু উৎসাহী, অনুরাগী, অক্লান্ত সেবকের প্রয়োজন। পরিষৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা। প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী বঙ্গবাসী নবীন ও প্রবীণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নিকট আমার তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা সমস্ত মতদ্বৈধ ভুলিয়া গিয়া এই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন—জাতিকে বড় করিতে হইলে জাতির সাহিত্যকে ভুলিলে চলিবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির আদর্শকে ফুটাইয়া তোলা জাতির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। আমি সাহিত্যিকমাত্রকেই আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সাহিত্যানুরাগ লইয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হউন ; ইহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, ইহাকে বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিয়া তুলুন। ইহার যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পান, সংশোধন করিয়া ইহাকে বাঙ্গালীর আদর্শ বাণী-মন্দিরে পরিণত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির } শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫। ১৩ জ্যৈষ্ঠ } সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন সদস্য ১, বিশিষ্ট-সদস্য ৪, অধ্যাপক-সদস্য ৬, সহায়ক-সদস্য ৬ এবং সাধারণ সদস্য ১১৫, মোট—১৩২।

অধিবেশন-সংখ্যা—মাসিক ৭, বিশেষ ৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ২।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। পরিণামবাদ—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

২। রঙ্গপুরের ভৌগোলিক সংস্থান—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৩। রঙ্গপুরের প্রাচীন প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৪। রঙ্গপুরের গ্রাম্য গীতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ।

৫। হজরত মহম্মদের জীবনের এক দিক্—মুন্সী জামালউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী।

৬। শেষযুগে উত্তর বঙ্গে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য চর্চ্চা—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৭। অস্তাচলে শশধর—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত বিষয়—

১। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক (বক্তৃতা)—বক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ।

২। সুনাট্য প্রচলন ও ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা—বক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ভাদুড়ী এম এ মহাশয়। এই অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত শিশির বাবুকে 'অভ্যর্থনা-পত্র' দেওয়া হয়।

৩। শাখার উৎসাহী ছাত্রসভ্য গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে মন্তব্য দিবার জন্য শাখা একটি সমিতি গঠন করেন।

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শাখার মন্দিরটির এবার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ১০১৬৵৩, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩২২৻৬, আলোচ্য বর্ষের ব্যয় ২৭২৷৵৯, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৬৫৷৵০।

গৌহাটি-শাখা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—১৭। অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখক এবং বক্তার নাম—

১। বংশীর আহ্বান (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

২। একখানা পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ।

৩। প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। সুপ্রজনন—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। ভারতীয় চিত্রশিল্প—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৬। বিংশ শতাব্দীর আপেক্ষিকতাবাদ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৭। মানুষ গড়া—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৮। প্রাচীন মোসলেম জগতের ভূগোল—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৯। আপেক্ষিকতাবাদের স্থূল কথা (বক্তৃতা)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১০। চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।

১১। আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১২। উইলিয়াম টেল (অনুবাদ)—শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।

১৩। পরমাণুর অহঙ্কার (কবিতা)—শ্রীযুক্ত হরিজীবন গোস্বামী।

১৪। দুঃখ বরণ (গদ্য কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১৫। মস্ত ঔপন্যাসিক (গল্প)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

মূল-পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শাখা পরিদর্শন করেন। এই সময় ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "ক্ষীরোদপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে দেশাত্ম-বোধ" বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্যপদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

কটক-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ার্দ্দার।

ব্যবস্থাপকদ্বয়—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিমলকৃষ্ণ পাল।

প্রতি রবিবারে পরিষদের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতি মাসে দুইটি অধিবেশনে আলোচনা, একটিতে হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ এবং একটিতে বালক-সভার অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ২১টি অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে,—

১। পর্দ্দা একটি গর্হিত প্রথা কি না?

২। কথিত ভাষা উচ্চ সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য কি না?

৩। অসবর্ণ বিবাহ সমর্থনযোগ্য কি না?

৪। বর্ত্তমান গ্র শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের উপযুক্ত কি না?

৫। আধুনিক সভ্যতা মনুষ্যত্ব বিকাশের যোগ্য কি না?

৬। আমাদের আদর্শ কি?

এতদ্ব্যতীত ৮টি অধিবেশনে হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ হয় এবং ২টি বালক-সঙ্ঘের অধিবেশন হয়।

সদস্য-সংখ্যা—৭০—মোট আয় ২৯৷৷০, ব্যয় ২৷৷০, উদ্বৃত্ত ২৭৲।

সাহিত্য পরিষদের কার্য্যালয় ও পাঠাগারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ হিমাংশুশেখর মিত্র এম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বি এ।

সদস্য-সংখ্যা—৮২।

অধিবেশনসংখ্যা—১১। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম,—

১। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

২। সুন্দর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ।

৩। ইব্‌সেন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস এম এ।

৪। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র- শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল।

৫। মানব-সভ্যতার বিকাশে বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

৬। মীরাট ও স্থানীয় বাঙ্গালীকীর্ত্তি—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নন্দী।

৭। জাতীয়তার আদিগুরু রাজা রামমোহন রায়—শ্রীযুক্ত বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। মানদণ্ড ও তাহার অপব্যবহার—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এস্ সি।

৯। প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকান্ত মিত্র এম এ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী এম এ, বি এল মহাশয় ৬টি অধিবেশনে গান করিয়া সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃত্যু-দিবসে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র "উত্তরা" পত্রিকায় শাখার কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হয়।

মীরাট শাখার প্রতিষ্ঠার পর দুই এক বৎসর কার্য্য চলিয়াছিল। তৎপর ৭ বৎসর কোনই কার্য্য হয় নাই। আলোচ্য বর্ষ হইতে কতিপয় উৎসাহী প্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেষ্টায় শাখাটি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকুমার পাত্র, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রে-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম-এ, বি-এল।

সম্পাদক— " নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১৩৬; অধিবেশন-সংখ্যা ৪৬ (সাপ্তাহিক ২৬, বিশেষ ৩, মাসিক ৩, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ৫, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৪, অভ্যর্থনা সমিতি ২ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১)।

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখপত্র 'মাধবী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা—১৩৫৮।

আয় ৩৭৯৷৵৭৷৹, ব্যয় ২১৯৵৫, উদ্বৃত্ত—১৬০৷৷১৷৷৹।

বালক-বালিকাগণকে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করিবার জন্য "কুমুদিনী রৌপ্য-পদক" এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রৌপ্যপদক' দানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা হইয়াছে। প্রথমটির দাতা শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য এবং দ্বিতীয়টির দাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

শাখার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিত্রশালার [illegible]ীয় গবর্মেণ্টের দান সংক্রান্ত পত্র

GOVERNMENT OF BENGAL

Department of Education, Miscellaneous Branch.

577 Mis.

From J. H. Lindsay, Esq., M. A., I. C. S.,
Secretary to the Government of Bengal.

To The President,
Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta,
Dated the 3rd March, 27.

The Hon'ble Mr. Byomkes Chakravarti,
Minister-in-charge.

Sir,

In continuation of Government order No. 422T/Mis dated the 14th June 1926, I am directed to forward herewith a copy of this office letter No 575 Mis., dated the 3rd March 1927, to the Director of Public Instruction, Bengal, on the subject of a capital grant towards the construction of a museum building of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta,

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant.
Sd/ B. B. Sarkar
for Secretary to the Government of Bengal

GOVERNMENT OF BENGAL

Department of Education, Miscellaneous Branch

No 575 Mis,

From
J. H. Lindsay, Esq. M.A., I.C.S.,
Secretary to the Government of Bengal,

To The Director of Public Instruction, Bengal.
Calcutta, the 3rd March 1927.

The Hon'ble Mr. Byomkes Chakravarti,
Minister-in-charge.

Sir,

In continuation of this office letter No. 253—Mis., dated the 12th February 1926, I am directed to convey the administrative approval

of Government to a capital grant of Rs. 1[illegible]00/- towards the construction of a museum building of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta. Steps will be taken to include the scheme in the schedules of new schemes involving non-recurring expenditure, when next called for.

I have, etc.,
Sd/ B. B. Sarkar,
for Secretary to the Government of Bengal.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। Amrita Bazar Patrika, ২। Basumati, * ৩। The Bengalee, ৪। The Englishman *, ৫। The Forward, ৬। The Statesman *, ৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ৮। দৈনিক বসুমতী *, ৯। নায়ক, ১০। বাঙ্গালার কথা, ১১। নদীয়া-প্রকাশ।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। The Calcntta Municipal Gazette, ৩। Indian Messenger, ৪। The Mussalman, ৫। Navavidhan ৬। আত্মশক্তি, ৭। এডুকেশন গেজেট, ৮। খাদেম, ৯। খুলনাবাসী, ১০। গৌড়দূত, ১১। গৌড়ীয়, ১২। চারুমিহির, ১৩। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৪। জনমত, ১৫। ঢাকা-প্রকাশ, ১৬। ত্রিস্রোতা, ১৭। নবযুগ, ১৮। নাচঘর, ১৯। পল্লীবাসী, ২০। প্রান্তবাসী, ২১। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২২। বঙ্গবাসী, ২৩। বঙ্গ-রত্ন, ২৪। বসুমতী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মুক্তি, ২৭। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৮। মোহাম্মদী, ২৯। শক্তি, ৩০। সঞ্জয়, ৩১। সঞ্জীবনী, ৩২। সময়, ৩৩। স্বরাজ, ৩৪। হিতবাদী, ৩৫। হিন্দু।

পাক্ষিক

১। তত্ত্বকৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সম্মিলনী।

মাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Health and Happiness, ৬। Indian Antiquary *, ৭। Indian Medical Record, ৮। Industry, ৯। Journal of Ayurveda, ১০। Journal and Procee-

dings of the Asiatic Society of Bengal, ১১। Modern Review*, ১২। Welfare, ১৩। অর্চ্চনা, ৪। আর্য্য-দর্পণ, ১৫। আর্থিক উন্নতি, ১৬। ইসলাম-দর্শন, ১৭। উৎসব, ১৮। উদ্বোধন, ১৯। উড়ো খই, ২০। কংস-বণিক্-পত্রিকা, ২১। কায়স্থ-পত্রিকা, ২২। কায়স্থ-সমাজ, ২৩। কালি-কলম, ২৪। কৃষি-সম্পদ্, ২৫। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ২৬। গৌড়প্রভা, ২৭। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৮। জন্মভূমি, ২৯। জৈন সাহিত্য-সংশোধক (হিন্দী), ৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩১। তত্ত্ব ও তত্ত্বী, ৩২। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩৩। প্রজাপতি, ৩৪। প্রবর্ত্তক, ৩৫। প্রবাসী, ৩৬। বঙ্গবাণী, ৩৭। বঙ্গলক্ষ্মী, ৩৮। বাঁশরী, ৩৯। বিচিত্রা, ৪০। ব্রহ্মবাদী, ৪১। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪২। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪৩। ভক্তি, ৪৪। ভারতবর্ষ, ৪৫। মাতৃমন্দির, ৪৬। মাধবী, ৪৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৪৮। মাসিক বসুমতী,* ৪৯। মাহিষ্য-সমাজ, ৫০। যোগিসখা, ৫১। শনিবারের চিঠি, ৫২। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৫৩। সবুজপত্র, ৫৪। সাধনা, ৫৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৬। সাহিত্যিক, ৫৭। সুবর্ণবণিক্-সমাচার, ৫৮। শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ, ৫৯। সৌরভ, ৬০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬১। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২। হোমিওপ্যাথি পরিচারক।

দ্বৈমাসিক

১। গ্রামের ডাক, ২। প্রকৃতি, ৩। Indian Journal of Medicine, ৪। Museum of Fine Arts Bulletin, Boston.

ত্রৈমাসিক

১। আসাম-সাহিত্য সভার পত্রিকা, (অসমীয়া), ২। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী), ৩। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৪। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ৫। প্রতিভা, ৬। Indian Historical Quarterly, ৭। Buddhist India, ৮। Muslim Review, ৯। Quarterly Journal of the Andhra Historical Society, ১০। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১১। Vishwa-bharati Quarterly.

বার্ষিক

• বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৪।

* তারকাচিহ্নিতগুলি ক্রীত হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬২৭৮॥০
২।	প্রবেশিকা	৭০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫১০॥/
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২০৶০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৬৫৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১৩০৯৸০
৭।	লালগোলা তহবিলের সুদ আদায়	৪৫৫৲
৮।	সাধারণ স্থায়ী „ „	২৮৭৸৶৬
৯।	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান	৭৯৲
১০।	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের সুদ আদায়	১৫২॥/৬
১১।	ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	৪২॥৶০
১২।	এককালীন দান	২২৬৲
১৩।	গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১০০০৲
১৪।	মিউনিসিপালিটীর „ „	৬৫০৲
১৫।	বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত দান	১৬৭৫৸৩
১৬।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৪১৮/৯
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৩০৸/০
১৮।	বিবিধ আয়	১১৫৲
১৯।	হাওলাত আদায়	৫০০৲
২০।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৩৫॥০
২১।	আমানত জমা	১৬৲
২২।	পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিঃ ফেরত জমা	২৭৯০৲
২৩।	ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিঃ „	১৩২০৩৶০
২৪।	পরিষদের ঋণশোধ বাবদে দান	৬০০৲
২৫।	পদক ও পুরস্কার জন্ত দান	৫৲
২৬।	সংবর্দ্ধনার জন্ত দান	৯২৲
		৩১৬২৬৶০

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৫৮৭।৶৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩৬৪।/৩
৩।	পুস্তকালয়	১২৬৭৶৯
৪।	পুথিশালা	২৮৯।০
৫।	চিত্রশালা	২৩৲৬
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২২১৶৬
৭।	ডাকমাশুল	৭৪৩/০
৮।	বাড়ী মেরামত এবং ইলেক্‌ট্রিক নূতন পয়েণ্ট	১০২৭২৸৯
৯।	আলো ও পাখার বিল	১৭৭৸৶৩
১০।	ইলেক্‌ট্রিক তার বদল	৫৲
১১।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
১২।	„ ছাতা	৪॥০
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৯৬৶৯
১৪।	নূতন আসবাব	১৲
১৫।	গাড়ী ভাড়া	৭১৶৬
১৬।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২২১।৶০
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৩৩৸৶০
১৮।	বেতন	২৯৮৪৸৶৩
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৪৪১৸৶৬
২০।	„ গাড়ী ভাড়া	৬১।/৬
২১।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬০৲
২২।	বিবিধ ব্যয়	৯২৸/০
২৩।	হাওলাত দাদন	১০৯১।৬
২৪।	আমানত শোধ	৪॥০
২৫।	পোঃ অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিঃ খরচ	৩৩৫৮৸৶০
২৬।	ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জন্য খরচ	১৭৮৯১৸/০
২৭।	ঋণশোধ বাবদে খরচ	৬।/৬
২৮।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	১৩০৯৸০
২৯।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	১৭৬॥/৬
৩০।	বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ব্যয়	১৭০০।৩
		৪৬৬১৯৸৶৯

জৈঃ—

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত	৪২২৪০॥৶১০
বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস হইতে জমা ১৫৯৯৩৵০)	১৫৬৩৩।৵০
	৫৭৮৭৪৻১০
বাদ বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ তহবিলের ব্যয় (বাদ ব্যাঙ্কে ও পোষ্ট অফিসে গচ্ছিত জন্য খরচ ২১২৫০॥৶০)	২৫৩৬৯।৯
উদ্বৃত্ত	৩২৫০৪৸১

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

১। বিশিষ্ট-ভাণ্ডার————————————————৩২২৬৭৸৶০

৫.॰ সুদের ইণ্ডিয়ান ওয়াল লোন	৪৮০০৲
৫৲ „ ওয়ার বণ্ডস্	১০০০৲
৫৲ „ ওয়ার লোন	৭০০৲
৪৲ „ পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲
৩॥০ „ কোং কাগজ	১৫১০০৲
ব্যাঙ্কে মজুত	৪৬৮৮॥৶০
পোষ্ট অফিসে মজুত	৫৭৫৻৯
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	২২৬॥৶১
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৭৭॥২
	৩২২৬৭৸৶০

২। সাধারণ তহবিল————————————————২৩৬৸৴১

ব্যাঙ্কে মজুত	৭৮।৵০
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৫৬॥১০
ডাকটিকিট মজুত	১॥৵৩
	২৩৬৸৴১

৩২৫০৪৸১

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল প্রতিপন্ন করিলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
২৮।১।৩৫

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি
আয়-ব্যয়-সমিতি।
২১।১।৩৫

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী সম্পাদক,
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৯।১।৩৫

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক

বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪

	বিবরণ	গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কোং কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোম্পানী	কার্য্যালয়ে মজুত	পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল ...	৯৬৩৫।৵৯	২৮৫৸৶৬	৯৯২১৷৶৩	২৮৫৸৶৬	৯৬৩৫।৵৯	৫৫৬৫।০	৯৸৯	৬০।৶০	...	৪০০০৲
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	১৩১৯০৸৶৬	৭৯১৸৶৩	১৩৯৮২৸৵৩	৯৮২৸৵৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	...	..	...
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ..	৭০০॥/৩	৬৭।৯	৭৬৭॥৵০	..	৭৬৭॥৵০	৭৬৭॥৵০	..	...	...	...
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল	২৬০৲	১০৲	২৭০৲	..	২৭০৲	২৭০৲	...	...	...	...
৫	মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি-তহবিল .	৭৩১৬	.	৭৩৷৬	৩৩৸৶৯	৪৯॥৯	...	..	৪৮/১	১৷৶৮	...
৬	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	১১৯৫৲	৭৯৲	১২৭৪৲	১৯।০	১২৫৪৸০	১২৫৪৸০	...	...	...	...
৭	স্বামীরামদাস স্মৃতি-তহবিল .	৩০৩৶৯	২৭৭৷৵০	৩৩০৸/৯	৫।০	৩২৫॥/৯	৩২৫॥/৯	.	...	...	...
৮	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল .	১২৫৪৵০	৫২॥/৬	১৪০৬॥৶৬	৪০৬৸৵১	৯৯৯৸৶৬	৯৫২॥/৬	৪৬৲	১।০	...	...
৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল ...	১৮৯২॥৶৯	১৭১৷৶০	২০৬৪৵৯	...	২০৬৪৵৯	২০৬৪৵৯	...	...	...	...
১০	দুস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	২৩৬৪।৶৩	১৩৫।০	২৪৯৯৸৶৩	৬০৲	২৪৩৪৸৶৩	২৪০০৲	২৫৲	...	৩৯৸৶৩	...
১১	স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ..	৬৫।০	.	৬৫।০		৬৫।০	..	৬৫।০	...	...	...
১২	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল .	৫০৲		৫০৲	.	৫০৲		..	৫০৲	...	...
১৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল	১০০	...	১০০৲		১০০৲	.	১০০৲	..	...	...
১৪	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল	১৭০৲		১৭০৲		১৪৫৲	.	১৪৫৲	..	.	...
১৫	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	১৪৫৲	১০০৲	২৪৫৲	১০০৲	১৪৫৲	.	১৪৫৲	...	..	...
১৬	স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল .	৩৯৲		৩৯৲		৩৯৲	.	৩০৲	৯৲	...	...
১৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল	৬৫৲	..	৬৫৲	..	৬৫৲	..	৯৲	৫৬৲	...	...
১৮	গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী স্মৃতি-তহবিল	..	৪২৲	৪২৲	৪০৲	২৲	.	...	২৲	...	...
		৩১৫০৪।৯	১৮৬৩৵০	৩৩৩৬৭।৵৯	১৯২৪।০	৩১৪৪৩৵৯	২৬৬০০৲	৫৭৫৯	২২৬॥৶১	৪১৸/১১	৪০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি। ১৮।১।৩৫

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি
আয়-ব্যয় সমিতি।
২১।১।৩৫

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৯।১।৩

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী সম্পাদক
আয়-ব্যয় বিভাগ

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল,
হিসাব-রক্ষক।
১৭।১।৩৫

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন	১০,৩০২৸৶৩
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন	১০৯১।৬
	১১,৩৯৪৶৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়	৫০০৲
	১০,৮৯৪৶৯
জায়—১। রমেশ-ভবন সমিতি	১০,৪৩৯৸৶০
২। মহাভারত মুদ্রণের জন্য শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	২৫০৲
৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে স্মৃতিরক্ষার কার্য্যের জন্ম অগ্রিম	৪৲
৪। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে "চণ্ডীদাস" সম্পাদন জন্য অগ্রিম	৩০৲
৫। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলে হাওলাত	১৭০।৯
	১০,৮৯৪৶৯

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা	১০৮৸০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	১৬৲
	১২৪৸০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৪৷৹
	১২০।০
জায়—১। পাঁচু জমাদার	৫০৲
২। প্রোব্‌ষ্টাইন কোঃ (লণ্ডন) পুস্তক বিক্রয় জন্ম	৫০৲
৩। পুস্তক বিক্রয় জমা	১।০
৪। মাইকেল মধুস্দন-পত্নীর সমাধি-বেষ্টনীর জন্ম	১০৲
৫। পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আদান-প্রদানের ডাক খরচ জন্ম	৩৲
৬। চণ্ডীদাসের পদাবলীর নবসংস্করণের অগ্রিম মূল্য	৩৲
	১২০।০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি।	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক।	শ্রীরামকমল সিংহ প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ হিসাব-পরীক্ষক।	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু সহকারী সম্পাদক।	শ্রীদুর্গাকুমার পাল হিসাব-রক্ষক। ১৭।১।৩৫

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিল

আয়—		ব্যয়—	
কোম্পানীর কাগজের স্থদ আদায়	৪৫৫৲	গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত ব্যয়	৯৮২৸৵৯
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৬৬৸৶৬		৯৮২৸৵৯
সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত জমা	১৭০।৯		
	৭৯১৸৶৩		

কৈঃ—	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১৩১৯০৸৶৬
	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৭৯১৸৶৩
		১৩৯৮২৸৵৯
	বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৯৮২৸৵৯
		১৩০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৯।১।৩৫

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব রক্ষক।
১৭।১।৩৫

এককালীন দানের তালিকা

১। পুস্তকালয়ের পুস্তক খরিদ জন্ত—		
	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি	১৫০৲
	" প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	২০৲
২। ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ খরিদ জন্ত—		
	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৭৲
	" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৭৲
	" অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়	১৭৲
		৫১৲
		২২১৲

		জের ৯২১৲
৩।	সাধারণ ভজবিলের জন্য—	
	শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয়	৫৲
৪।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিরক্ষার্থ দান—	
	ললিতকলা-সংসদের পক্ষে	
	শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এডভোকেট	১০০৲
	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর চিত্র প্রস্তুত জন্য দান—	
	মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	২৫৲
	শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী	১০৲
	শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৫৲
	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি	২৲
		৪২৲
		৩৬৮৲

সায়ান্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনার জন্য দান

১।	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	১০৲
২।	কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫৲
৩।	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১৫৲
৪।	কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ	৫৲
৫।	" " যতীন্দ্রনাথ বসু	৫৲
৬।	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু	৫৲
৭।	" কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲
৮।	" অজিত ঘোষ	৫৲
৯।	অধ্যাপক " নিবারণচন্দ্র রায়	৯৲
১০।	কুমার " শরৎকুমার রায়	৫৲
১১।	" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
১২।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৲
১৩।	অধ্যাপক " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
১৪।	" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	২৲
১৫।	" জিতেন্দ্রনাথ বসু	২৲
১৬।	" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
১৭।	" নৃপেন্দ্রকুমার বসু	১৲
১৮।	" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	১৲
১৯।	অধ্যাপক " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲

ডাঃ সুড়ার মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য দান

কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য

১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া আমি নির্ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছি। হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় অতি সুন্দরভাবে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষার সময় আমার যখনই যাহা জানিবার আবশ্যকতা ঘটিয়াছিল, তখনই তিনি আমাকে অতি সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই সহায়তায় আমি অতি অল্প দিনের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি সূর্য্যকুমার বাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উদ্বৃত্ত জমা (Opening Balance)—১৫৬৩৪॥/১ টাকা

১৩৩৩ সালের পরিষদ্ ক্যাশে ১৫৬৩৪॥/১ বাকী জমা ছিল। কিন্তু এই টাকার মধ্যে ১৪৯৯৯৲ টাকা এই বৎসরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দেখান হইয়াছিল। ঐ ১৪৯৯৯৲ টাকা উক্ত পাশ-বইয়ে এবং সন ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত জমার কৈফিয়তে দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ঐ টাকা ১৩৩৩ সালের পরিষদ্ ক্যাশ-বইয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেখান ছিল না; তজ্জন্য ১৩৩৪ সালের পরিষদ্ ক্যাশে ১৪৯৯৯৲ টাকা উদ্বৃত্ত জমা ১৫৬৩৪॥/১ টাকার মধ্যে আছে, এবং ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে পরিষৎ ক্যাশ-বইয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইল বলিয়া খরচ দেখান হইয়াছে।

আয়—(চাঁদা ও প্রবেশিকা)—৬২৫৮॥০ টাকা।

১৩৩৩ সালের সভ্যের সংখ্যা মোট ১০১৪ জন ছিল। এই বৎসর সভ্যের সংখ্যা ৯১৮। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ৯৬ জন কম সভ্য থাকা সত্ত্বেও গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে ৮১৫॥০ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। চাঁদা আদায় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টায় এত বেশী টাকা আদায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার

কোম্পানী কাগজের সুদ কোং ১৩০৯৸ টাকা মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নির্দ্দেশানুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে,—

১।	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	৪৫৫৲
২।	সাধারণ স্থায়ী-ভাণ্ডার	২৮৫৸৶৬
৩।	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	৭০৲
৪।	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ"	১৫২॥/৬
৫।	স্মৃতিরক্ষা তহবিল	২৭২৷৶০
৬।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬৪৸০
		১৩০৯৸০

কোম্পানীর কাগজের সুদ উক্ত ১৩০৯৸০ টাকা বাদে দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে আরও ৫২॥০ টাকা সুদ জমা আছে। সুতরাং দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের সুদ খাতে ৬৪৸+৫২॥০ = ১১৭৷০ টাকা জমা হইয়াছে।

এই বৎসরের শেষে বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত জমা ৩১৪৪:৵৯ টাকা। ঐ টাকার মধ্যে ২৬৯০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে এবং ৪৮৪৩৵০ টাকা ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে, ডাকটিকিটে এবং মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত আছে। উহার হিসাব আয়-ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত জমার কৈফিয়তে এবং বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখান আছে। এই উদ্বৃত্ত জমা ৩১৫৪৩৵৯ টাকার মধ্যে সাধারণ স্থায়ী-তহবিলের ৪০০০৲ টাকা পরিষদ্ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। উহা পরিষদের দেনা (Liabilities)। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল পূর্ব্বে পরিষদের নিকট হইতে ৭৪৮৷৵৩ টাকা ঋণ লইয়াছিলেন; এই বৎসরে এই টাকা দুই দফায় পরিশোধ করিয়া পুনরায় ১৭০।৯ টাকা ঋণ লইয়াছেন। উহা পরিষদের পাওনা টাকা (Assets)। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের পাওনা অর্থাৎ পরিষদের দেনা ৪০০০৲ টাকা এবং ঐ ভাণ্ডারের দেনা অর্থাৎ পরিষদের পাওনা ১৭০।৯ টাকা পরিষদের দেনা ও পাওনার তালিকাভুক্ত আছে।

হাওলাত দাদন (Assets)

গত বৎসর হাওলাত দাদন হিসাবে মোট ১০,৩০২৸৶৩ টাকা মজুত ছিল।:এই টাকার মধ্যে রমেশ-ভবন সমিতিকে ঋণ ভাবে ১০,০০০৲টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসরে হিসাবে ১০৯১।৬ টাকার মধ্যে পি সিংহ কোম্পানীকে হাওলাত দাদন ৫০০৲ টাকা বাদে ৫৯১।৬ টাকা হাওলাত দাদন দেওয়া হইয়াছে, এবং ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে সিকিউরিটি জমা ৪০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হাওলাত দাদন খাতে ১০৩০২৸৶৩+৫৯১।৬+৪০৲ টাকা, মোট ১০৯৩৪৶৯ টাকা দেখান হইল। এই টাকার হিসাব হাওলাত দাদনের তালিকাভুক্ত আছে।

আমানত জমা——১৬৲টাকা।

গত বৎসরে আমানত জমা খাতে ১০৮৸০ টাকা জমা ছিল। এ বৎসরে ঐ জমার টাকা হইতে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়ের হিসাবে তাঁহার জমার টাকা ৪॥০ খরচা লেখা হয়। আমানত জমার ১০৮৸০ টাকা হইতে ৪॥০ টাকা বাদে ১০৪।০ এবং এই বৎসরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি বেষ্টনীর জন্য শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়ার নিকট হইতে ১০৲

পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠাইবার ডাকটিকিট জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের নিকট হইতে ৫৲

চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রণের জন্য ৩৲

মোট ১৬৲ টাকা

১০৪।০+১৬৲=১২০।০টাকা পরিষদের হিসাবে আনামত খাতে জমা আছে; উহা পরিষদের (Liabilities) দেনার তালিকাভুক্ত আছে।

ঋণশোধ বাবদে দান——৬০০৲টাকা

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা—এই মোট ৬০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতিরক্ষার আয় বাবদে দান—১৪২৲ টাকা

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার স্মৃতিরক্ষার্থে ৪২৲ টাকা এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ১০০৲ টাকা, এই মোট ১৪২৲ টাকা বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারভুক্ত স্মৃতিরক্ষার আয় খাতে দেখান হইয়াছে।

পুস্তক ক্রয়—৪২৪৲ টাকা

গত ১৩৩৩ সালের ক্রীত পুস্তকের জন্য ৫৭২৲ টাকা দেনা ছিল। এ বৎসরে ৬২৪৲ টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। এই ক্রীত সকল পুস্তক বিল অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া পুস্তকালয়ের পুস্তকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে দেখিয়াছি। গত বৎসরের জন্য দেনা ৫৭২৲ টাকা। এ বৎসরের ৬২৪৲ টাকার মধ্যে কেবল মাত্র ৪২৪৲ টাকা নগদ প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে মোট ৭৭২৲ টাকা পুস্তকের দেনা আছে এবং উহা পরিষদের দেনায় তালিকাভুক্ত আছে দেখিলাম। গত বৎসর হইতে ক্রীত পুস্তকের জন্য একটি খাতা প্রস্তুত হইয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

গৃহ মেরামত নিমিত্ত গত বৎসর কলিকাতা করপোরেশন হইতে পরিষৎ ২৫,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সুদের জন্য ১৬১৸৴০ টাকা গৃহ মেরামত খাতে এই বৎসরে জমা আছে। গৃহ মেরামত বাবদে গত বৎসর ৮৬৪৸৶০ টাকা খরচ হইয়াছিল দেখান আছে। এই বৎসর গৃহনির্ম্মাণ তহবিল হইতে গৃহ মেরামত খাতে ২০,২৭২৸৯ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে এবং গত বৎসরের ৮৬৪৸৶০ টাকা এই বৎসরের হিসাবে দেখান হইয়া মোট ২১,১৩৭৸৶৯ টাকা খরচ হইয়া এই বৎসরের শেষে উক্ত গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের ৪০২৪/৩ টাকা মজুত দেখান হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ৪০২৪/৩ গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের মজুত টাকা নহে। গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ১০,০০০৲ টাকা রমেশ-ভবনকে হাওলাত ও ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন আফিসে ৪০৲ টাকা জমা (হাওলাত-দাদনের হিসাবে দেখান আছে) দিয়াছেন। এই দুই টাকা পুনরায় পাইতে পারা যাইবে। সুতরাং এই দুই টাকা গৃহ মেরামতের জন্য খরচ হয় নাই—উহা মজুত টাকা। আমার মতে হিসাবে ৪০২৪/৩+১০,০০০৲+৪০৲ মোট ১৪,০৬৪/৩ টাকা গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এই বৎসরের শেষে মজুত আছে।

নগদ

রমেশ-ভবনে হাওলাত

ইলেকট্রিক খরচের জমা

১৪,০৬৪/৩ টাকা মোট মজুত তহবিল।

আমি গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের যাহা অভিরুচি, তাহা করিবেন।

মন্তব্য—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১৩৩৩ সালের ৮৬৪৸৶০ টাকা উক্ত হিসাবভুক্ত করেন নাই।

যথাক্রমেই বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত ৪০২৪/৩ + ৮৬৩৪৸/০ মোট ৪৮৮৯৷৩ + ১০,০৫৯৲ + ৪৫৮৲ মোট ১৫,৪০৭৸৩ টাকা হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টারের বিল শোধ করিয়া তারপর ৮৩৪৸/০ টাকার হিসাব মিটান হইবে স্থির হইয়াছে।

বকেয়া চাঁদা—৪১১৩৸০ টাকা

পরিষদের পাওনা তালিকায় বকেয়া চাঁদা (outstanding) ৪১১৩৸০ টাকা দেখান হইয়াছে। গত বৎসরেও বকেয়া চাঁদা ৪০৯৬৷০ টাকা দেখান হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বকেয়া চাঁদার অর্দ্ধেকও এই বৎসরে আদায় হয় নাই। সুতরাং পাওনার হিসাবে অনেক বেশী টাকা দেখাইয়া পাওনার হিসাবটি বড় করা উচিত নয়। যাহা অনাদায়ের সম্ভাবনা, তাহা বাদ দিয়া পাওনার তালিকা প্রস্তুত হইলে বড়ই ভাল হয়। আশা করি, সভ্য মহোদয়গণ এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।

মজুত জমা (Closing Balance)—৩২,৫০৪৮১ টাকা।

এই বৎসরের শেষে ক্যাশে ৩২,৫০৪৮১ টাকা মজুত আছে। এই মজুত টাকা পরিষদের আয়-ব্যয় হিসাবে জমার টাকার কৈফিয়তে দেখান আছে। আমি কোম্পানীর কাগজ মিলাইয়া ২৬১০০৲ টাকা, সেন্ট্রাল ও লয়েড্‌স্ এবং ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ-বহি মিলাইয়া মজুত ৪১৬৭৷৵০ টাকা (ব্যাঙ্কে), এবং ৫৭৫৲৯ টাকা (ডাকঘরে), আয়-ব্যয় হিসাবে মাননীয় সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া কার্য্যালয়ের মজুত ৩৩৪৵০, টাকা মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া তাঁহার নিকট ২২৫৸৵১ টাকা এবং ডাক টিকিটে মজুত ১৸৵৩ দেখিয়াছি। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের কর্ম্মচারী চলিয়া যাওয়ায় এবং তিনিও কলিকাতায় না থাকায় তাঁহার নিকট গচ্ছিত ২২০৸৵১ টাকা অনেক দিন তাঁহার নিকট রহিয়াছে এবং তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিয়া টাকার আদান প্রদান হইতেছে। মজুত জমার তালিকা যে নির্ভুল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।

সাধারণ মন্তব্য

আমি আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আনুষঙ্গিক (Subsidiary) নথিপত্রাদি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়াছি। তবে যে সমুদয় বিষয় আবশ্যকীয় মনে করিয়াছি, সেই বিষয় সম্বন্ধে একটু একটু মন্তব্য (touching remarks) প্রকাশ করিয়াছি। কারণ, হিসাব-পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ দোষের দুর্ভাগ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য (হিসাব-পরীক্ষকগণ ভুল করিলে তাহা দোষণীয় হয়) হিসাব যাহাতে সহজভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার উপায় হিসাব-পরীক্ষকগণ নির্দ্দেশ করিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি তজ্জন্য পরিষদের ক্যাশ-বই সম্বন্ধে একটু জানাইতে বাধ্য হইলাম ও আশা করি, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ এই বিষয় একটু বিবেচনা করিবেন। পরিষদের ক্যাশ-বইয়ে সমুদয় আদায়ী টাকা জমা হইতেছে এবং খরচের সমস্তই ঐ ক্যাশ-বইয়ে খরচ লেখা হইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জন্য আদায়ী টাকা পরিষদের ক্যাশে জমা হইয়া বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার খাতে ঐ ক্যাশে খরচ দেখান

হইয়া, পুনরায় ঐ পরিষৎ ক্যাশে বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার-খাতে জমা দেখান হইতেছে। সুতরাং জমার দরুণ একই টাকা পরিষৎ-ক্যাশে তিন স্থানে লেখা হইতেছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের খরচ সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জমা-খরচ পরীক্ষার সময় ক্যাশ-বইয়ে 'ফেরত জমা', 'ফেরত খরচ' (Contra) চিহ্ন দিতে হইয়াছে। ইহাতে পরিষদের ক্যাশ-বইয়ের আয়তন বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, এবং সময়ে সময়ে এই সম্বন্ধে হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বাবুকেও গোলে পড়িতে হইয়াছে। যখন পরিষদের সাধারণ ও বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের হিসাব পৃথক্ এবং যখন উভয়ের উদ্বৃত্ত জমা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখান হয়, তখন আমার মতে উক্ত ভাণ্ডারসমূহের পৃথক্ একখানি ক্যাশ-বহি (Subsidiary) প্রস্তুতের আবশ্যক। পরিষদের ক্যাশ-বই প্রধান (Main) রাখিয়া উহাতে বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের টাকা জমা দেখাইয়া ঐ পরিষদের প্রধান ক্যাশে বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের খাতে ঐ টাকা খরচ লিখিয়া বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ক্যাশে (Subsidiary) ঐ টাকা জমা দেখাইতে হইবে। এবং ঐ ভাণ্ডারের খরচ ঐ ভাণ্ডারের ক্যাশ-বইয়ে লেখা থাকিবে। উহা পরিষদের ক্যাশে আর দেখাইতে হইবে না। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের হিসাব পরিষদের ক্যাশ-বহি হইতে পরীক্ষা করা কষ্টসাধ্য। এইরূপ আর একখানি (Subsidiary) ক্যাশ-বই হইলে হিসাবও খুব সুন্দরভাবে দেখিতে পারা যাইবে। আমি এই ক্যাশ-বই প্রস্তুত সম্বন্ধে হিসাব-বিভাগের সহকারী সম্পাদক মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যতম হিসাব-পরীক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারাও আমার মত অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই ক্যাশ-বই প্রস্তুত সম্বন্ধে মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট আমার এই মন্তব্য লইয়া উপনীত হইয়াছি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন, তবে আমার মতে আর একখানি ক্যাশ বই থাকিলে ভাল হয়।

১৩৩৪ সালের আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অদ্য পরীক্ষা শেষ করিয়া এই সুদীর্ঘ মন্তব্য আমি আমার প্রণম্য মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট প্রদান করিলাম। তাঁহাদের অনুগ্রহে গৌরবান্বিত হইয়া সেই ভার লইয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইয়াছি। বিদ্যোৎসাহী সুধীগণ কর্ত্তৃক চালিত, যশের গৌরবস্তম্ভ, বাঙ্গালীর চির আদরের দ্রব্য সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকপদে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় আমি মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমার ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আমি সকলকে জানাইলাম। ইতি।

বিনীত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক
১৭।১।৩৫

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	১২৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩৫০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১০৫৩৲
৭।	এককালীন দান	৩১৫০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৫৲
১০।	বিবিধ আয়	২৫৲
১১।	হাওলাত আদায়	১০৯৩৪৶৯
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	২৫৲
১৩।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	২০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৫১২৫৲
		২৮৭০৭৶৯

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী-মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৮০০৲
* ৩।	পুস্তকালয়	৩৬৮০৲
৪।	পুথিশালা	৩০০৲
* ৫।	চিত্রশালা	৪০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২৫০৲
৭।	ডাকমাশুল	৬৫০৲
* ৮।	বাড়ী মেরামত	৫৫০০৲
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭৫৲
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	৪০০৲
১১।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০৲
১২।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৫০৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	১০০৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৭০৲
১৫।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১২৫৲
১৬।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫৲
১৭।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৮।	বেতন	২৬০০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৪২৫৲
২০।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	২৮০৲
২১।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৫৲
২২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৮৪৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	৭৫৲
		২০৭২৪৲

রমেশ-ভবন সমিতিতে যে ১০,০০০৲ টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা আদায় হইলে পুস্তকালয়ের আলমারী প্রস্তুতের জন্য ২৫০০৲, চিত্রশালার মূর্ত্তিগুলির পাদপীঠ নির্ম্মাণের জন্য ৩০০৲, এবং বাড়ী মেরামত খাতে ড্রেণ, পায়খানা ও প্রাচীর প্রভৃতির জন্য ১৫০০৲ এই মোট ৪ ০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

২৮।১।৩৫

শাখা-সমিতির প্রস্তাব

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ —আহ্বানকারী।

(খ) ইতিহাস শাখা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এড্‌ভোকেট—আহ্বানকারী।

(গ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস,

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, এফ জেড এস্, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার বসু এম বি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত লাড্‌লিমোহন মিত্র এম এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

(ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত অমৃত-কৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ, এটর্নি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নি—আহ্বানকারী।

(চ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সম্পাদক।

(ছ) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম এ, বি এল, খান বাহাদুর হেদায়েত হোসেন শামস্‌ উল উলেমা, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এড্‌ভোকেট—আহ্বানকারী।

(জ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি-এস (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত* বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৺হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ বসু এম-এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(ঝ) নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব-আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন), এবং পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

(ঞ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, এবং পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

(ট) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকোষ সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, পরিষদের সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ (আহ্বানকারী)।

(ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং পরিষদের সম্পাদক—(আহ্বানকারী)।

(ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং পরিষদের সম্পাদক।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১০ই চৈত্র ১৩৩৩, ২৭এ মার্চ্চ ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙলায় নারীর ভাষা" নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত সদস্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ
„ মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
„ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি

৫। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় "বাঙলায় নারীর ভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। এই শ্রেণীর আরও শব্দ সংগ্রহ হওয়া উচিত—এত সংগ্রহ আর কোথাও দেখা যায় নাই।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, আমি এ বিষয়ে আনাড়ি। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে বলিবেন। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আজ নূতন শুনিলাম। আলোচনা সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। তবে দুই চারিটি শব্দ কেবলই মেয়েদের নয়, সেগুলি পুরুষেও ব্যবহার করে। যথা, আখা—ইহা স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষেরই শব্দ। বালাই কথাটা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্যবহার করেন। বাজ বৌ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। বউড়ীর অর্থ তিনি বধূটিকা করিয়াছেন। বাজ বউড়ীর হিন্দী বাজবহেড়ী। বধূটিকা সংস্কৃত নহে। বধূটিকা কথা হয় না। বধুটি আছে। বন্ধ্যা থেকে, বাঁঝ হইয়াছে। একথা পশ্চিম বঙ্গে আছে। পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় নাই। চন্দ্রবিন্দু উঠাইয়া দিবার সেখানে রীতি আছে। বাজ বহরী—স্ত্রীবাজ, বাজ বহেরী, বাজ বৈরী—বৈরী-

বৌরী, বাজ বহেরীকে পোষা হয়। চালাকি করিবার জন্ত বাজ বহেরী নাম হইয়াছে। 'বালাই' ফার্শী তিনি বলিয়াছেন, উহা আসলে আরবী বলাক্ হইতে। উহা পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া আসিয়াছে যথা, বলা—বলাইয়া—বালাইয়া। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখককে পুনরায় ধন্তবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। লেখক সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন যে, ইহা সাধারণের রোচক হইবে না। তাঁহার এই আলোচনায় বিজ্ঞান-সম্মত ক্রম দেখিয়া খুসী হইয়াছি। আপনারাও হইয়াছেন। যুক্তিতর্ক দেখিয়া আলোচনা ও তাহা হইতে ক্রম অনুসারে সাজান হইলেই বিষয়টি বিজ্ঞান-সম্মত হয়। তিনি এ বিষয়ে ইউরোপীয়ানদের বই দেখিয়া ইঙ্গিত পাইয়াছেন। আমাদের সংস্কৃত কূপ জল, কিন্তু ভাষা বহতা নীর। ইউরোপের ভাষায় এরূপ আলোচনা অনেক হইয়াছে। অনেক কথা আছে, যাহা ছেলেরা গায়ের জোরে চালায়, ভাষায় তাহা আসিয়া গিয়াছে। মেয়েদেরও তেমনি অনেক কথা আছে। সেগুলি মেয়েদেরই নিজস্ব বলা যাইতে পারে। লেখক মহাশয় নিজের গবেষণা দ্বারা এই বিষয়ে আজ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন। তবে সংগ্রহ পুরা হয় নাই। বঙ্গের বিভিন্ন জিলার লোকে তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিলে ভাল হয়। বাজ বৌরী কথাটা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে। বধূটিকা হয়ত—বধুটি, বউড়ী, বহুড়িয়া = বধুটিকা। বালাই আরবী শব্দ, ফারশীর ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। বাজ বৌরী সম্বন্ধে খাঁটি জিনিষ জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গেও স্ত্রী ও পুরুষের শব্দে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। অমঙ্গলবাচক ও গালাগালির শব্দ এত আছে যে, সেগুলির বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। আমার সংগ্রহ আমি পরিষদে দিতে পারি। স্ত্রী-আচার সম্বন্ধেও অনেক শব্দ আছে। সেগুলিরও বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখককে আমি বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবু ইউরোপীয় ধারা বজায় রাখিয়া বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সফল হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তিনি যে ভাবে মেয়েদের কথাগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে মেয়েদের সমাজে মিশিয়াছেন এবং এই সকল শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ একটি নূতন জিনিষ দিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। সকল শব্দই মেয়েদের কি না, তাহাও বিচার করা দরকার। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করা দরকার। এ কাজটি একটি বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কাজ। সকলে পরিশ্রম করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। ভাষাতত্ত্বের প্রবন্ধ প্রায়ই নীরস হয়। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধ অতীব সরস। লেখক মহশয় আমাদের সকলেরই ধন্তবাদভাজন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — **শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী**

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সমর্থক- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর; ২। শ্রীযুক্ত এস ওয়াজেদ আলী বি এ (ক্যান্টাব), ব্যারিষ্টার, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ ক্যানাল ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, স—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১৭ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২১১ সুরা ইষ্ট রোড, বেলেঘাটা, ৫। মৌলভী মহম্মদ হাসান বি এ, ২১ বেলেঘাটা মেন রোড, ৬। শ্রীযুক্ত নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী, ২৬ সুরা ১ম লেন, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, স—ঐ, সদ—৭। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১ বসাকদীঘি লেন; প্রঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, স—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস, ৭৪ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মীরাট-শাখার সভাপতি, ৪ গঞ্জ ষ্ট্রীট, মীরাট ক্যাণ্ট, ১০। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বি এ, ঐ শাখার সম্পাদক, ৪ গঞ্জ রোড; মীরাট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—ঐ, স—১১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এম এ, বি এল, জমিদার, তালন্দা, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়—১। গীতায় সৃষ্টি-তত্ত্ব, প্র—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ—২। রস-মঞ্জরী, ৩। অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি—৪। শ্রীকালাচাঁদ গীতা, ৫। Byways of Blessedness, ৬। The Ashes of Roses, ৭। The Wandering Jew, ৮। Little Mother, ৯। The Indian Heroes, ১০। Confessions of a Thug, ১১। Human Personality, ১২। Pictures from Scicily, ১৩। Return of Sherlock Holmes, ১৪। The Popular Recreator; The Director of Archaeology, Hyderabad,—১৫। Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness the Nizam's Dominions, 1334-F,1924.-25 AD.

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৩, ২রা এপ্রিল ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী—সভাপতি

বিষয়—"প্রাচ্যদর্শনে মুক্তিতত্ত্ব"নামক প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "প্রাচ্যদর্শনে মুক্তিতত্ত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি এবং প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২০এ চৈত্র ১৩৩৩, ৩রা এপ্রিল ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৭। বিবিধ।

উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ চৈত্র ১৩৩৩, ৬ই এপ্রিল ১৯২৭, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "সরস্বতী" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সরস্বতী" বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধের অর্দ্ধাংশ পাঠ করিলেন এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করিলেন।

তৎপর স্থির হইল যে, অন্য এক অধিবেশনে এই প্রবন্ধের যতদূর পঠিত হইল, তাহার পর হইতে অর্থাৎ "বৌদ্ধ-সাহিত্যে সরস্বতী" হইতে শেষাংশ পাঠ করিবেন।

সভাপতি ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

চতুস্ত্রিংশ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি-উৎসব

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২৯এ জুন ১৯২৭, বুধবার

প্রাতে গোরস্থানে

প্রাতে ৮টার সময় ৫০ জনের কিছু অধিক সংখ্যক ভক্ত কবির সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর পরিষদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় কবির পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া একটি কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া মধুসূদনের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া হেনরিয়েটা মহোদয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ হল, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় "বিদ্রোহী কবি মধুসূদ"ন এবং "মধুসূদন" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া কবির জীবনেতিহাস আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কবির জন্ম, জন্মস্থান, শিক্ষা, আইন-ব্যবসা, ইংরাজি সাহিত্যালোচনা, ইংরাজি ভাষায় কাব্য ও কবিতা রচনা, বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও বঙ্গভাষায় কবিতা এবং কাব্য রচনার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার অন্তিমকালের মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাগুলির উল্লেখ করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' পড়িয়া আমরা রাবণ ও রামচন্দ্র যে কত বড় বীর ছিলেন, প্রমীলার ন্যায় বীরহৃদয়া নারী যে আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই কলেজ-হলে মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ, মাইকেলের যে মেঘনাদ বধ কাব্য দেশকে বীররসে মাতাইয়াছিল, সেই মহাকাব্যখানি বি এ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্ম সে কালে ডাফ সাহেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মত লওয়া হইয়াছিল। ফলে, ডাফ সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কবিকে Seer অর্থাৎ দর্শনপ্রাপ্ত বলা হয়। মাইকেল সেইরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন—একটা ঐশ্বরিক শক্তি পাইয়াছিলেন—যাহার ফলে তিনি দেশকে নূতন নূতন রসে—নূতন নূতন ভাব-ধারায় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর বলিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের পরম আত্মীয় ছিলেন। তিনি বিলাতে শিক্ষিত হইলেও তাঁহাতে এমন সব সদ্গুণের সমন্বয় ছিল, যাহার দ্বারা তিনি স্বদেশভক্ত ও মাতৃ-ভাষার ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান হইলেও হিন্দুকে বড় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কল্পনা হিন্দু-শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাঁহার মাতামহী আমার মামী হইতেন। আমার মামীর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি দেশে আসিলে তাঁহাকে অতি যত্নে স্থান দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহা দুঃখের বিষয়। কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর আর সে শ্রী নাই। কপোতাক্ষও আর নির্ম্মলসলিলা নাই। বঙ্গের সাহিত্যিকগণ যদি একবার চেষ্টা করিয়া সেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চেষ্টা করেন, তবে উপযুক্ত কাজই করা হইবে। এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, দীর্ঘ বক্তৃতার প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই, তথাপি যতদিন এ পারে আছি, মাইকেল ও যাঁহারা বাঙ্গালাকে গড়ে তুলেছেন, তাঁহাদের স্মৃতি-বাসরে আসতেই হবে। মাইকেলের জীবন-চরিত মনে নাই, তবে তাঁর ভাবনাতেই পরিতৃপ্ত আছি। তিনি বিদেশ থেকে কত এনেছিলেন। মহৎ যাঁরা, তাঁরা নিতে ও দিতে জানেন। মাইকেল পশ্চিম থেকে যেমন অনেক রত্ন এনেছিলেন, তেমনি এ দেশের অনেক রত্ন-রাজি সে দেশে বিলিয়েছেন। এ নেওয়া অনুকরণ করা নয়। তিনি আপন ঘর ভালবাসতেন বলে, ভাল ভাল জিনিষ এনে তাঁর ঘরে পুরেছেন। তিনিই স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। স্বদেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, সম্পদ্ বৃদ্ধি যা তিনি করেছেন—অনেক কাল এমন কেউ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় "মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আজ-কাল আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে যে, আমাদের দেশের সুসন্তানগণের প্রতি জীবিতকালেও ভক্তি থাকে

না, মরিবার পরও ভক্তি থাকে না। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যাহা হউক, আজ একটি জিনিষের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকার্ষণ করিতেছি। কবির সমাধির পার্শ্বেই কবি-পত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি রহিয়াছে, অতি অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। উহাকে কোনরূপে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হউক। সকলে মিলিয়া কিছু কিছু দিলেই এই কাজটি সম্পাদন হয়। যুবকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হউন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, (১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব মত সাগরদাঁড়ীতে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত এবং (২) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাব মত হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী করিবার জন্ত পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব উপস্থিত করা হউক।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয় সমাধি-বেষ্টনী ভাণ্ডারে ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিলেন। তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্তবাদ দেওয়া হইল।

সভাপতি মাহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত　　　　শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩১এ ভাদ্র ১৩৩৪, ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

আলোচ্য বিষয়—(ক) সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণ অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুরের সভাপতিত্বে স্থির হইল যে, উপযুক্ত সংখ্যক সদস্তের উপস্থিতি না হওয়ায়, অন্তকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। আরও স্থির হইল যে, আগামী পূজার পর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত　　　　শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১লা আশ্বিন ১৩৩৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবান্

নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হওয়ায় এই অধিবেশন হইল না।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১লা আশ্বিন ১৩৩৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷৹টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) স্বামী সারদানন্দ, (খ) খান বাহাদুর তসলিম উদ্দিন আহমদ, (গ) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (ঘ) প্রকাশ-চন্দ্র দত্ত, (ঙ) কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত, (চ) সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি-এ, (ছ) পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়গণের পরোলোক-গমনে, ৬। পরিষদের স্থায়ী-তহবিল হইতে সাধারণ-তহবিলে হাওলাত গ্রহণের সংবাদ বিজ্ঞাপন, এবং ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয় চারিটি আলমারী, র‍্যাক্, টেবিল প্রভৃতি সমেত তাঁহার "অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ—বাণীকুঞ্জ" লাইব্রেরীর ৯১৭ খানি পুস্তক পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকতালিকা পৃথক্ প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্ণি মহাশয় ১৩১ খানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮ খানি, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ ২৮ খানি, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ ২৫ খানি, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ ১১ খানি, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ৫ খানি, Smithsonian Institute ৮ খানি, Govt. of India ৮ খানি, এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৬ খানি, মোট ২৭০ খানি এবং অন্যান্য হিতৈষিগণ ৮৪ পুস্তক দান করিয়াছেন। খ-পরিশিষ্টে

এই সকল পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল। সভাপতি মহাশয় এই পুস্তকগুলি দানের জন্ত পরিষদের পক্ষে প্রদাতৃগণকে, এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন।

৪। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিসত্য বাবুর "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, জৈন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্ধিচাঁদ কোঠী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্ধিচাঁদ কোঠী মহাশয় পরিষদে জৈনদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গত বর্ষে পরিষদের সাধারণ-তহবিলের আয় কম হওয়ায় বাধ্য হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থায়ী তহবিল হইতে পরিষদের কার্য্য চালাইবার জন্ত ১৫০০৲ টাকা হাওলাত লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

৬। নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) স্বামী সারদানন্দ—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরমহংস দেবের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্ততম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি চিরজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের তিনি কিছু ছোট ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁহার কর্ম্মের পরিচয় চারিদিকেই পাওয়া যায়। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি ছিলেন।

(খ) খান বাহাদুর তস্‌লিম্ উদ্দীন আহম্মদ—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সাবেক দেশী ভাষায় বই লিখিতেন, অনেক সংস্কৃতবহুল শব্দ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। আজকালকার মুসলমান লেখকগণের মত আরবী পারসী শব্দবহুল রচনা তিনি লিখেন নাই। মশার্রফ হোসেনের রচনাও ঐরূপ সংস্কৃতবহুল শব্দে পূর্ণ।

(গ) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি প্রথমে প্রেসে কাজ করিতেন। তারপর ক্রমে ছোট গল্প লিখিতে সুরু করেন। পরে বড় বড় বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা অতি সুন্দর। তিনি চিরদিনই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন। শেষে সাহিত্য-জগতে খ্যাতি লাভ করিলেও শেষ জীবনে তিনি দুঃখ সহিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) প্রকাশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, তিনি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার পুত্র। তিনি বি প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, পরে সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিধান প্রকাশে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজীতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

বাৎস্যায়নের ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রকাশ হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি বৌবাজারের দত্ত বংশের অন্যতম বংশধর ছিলেন।

(ঙ) কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। "অর্চ্চনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা। তিনি ঐ পত্রিকা সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করিতেন।

(চ) সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ—বর্দ্ধমানের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

(ছ) পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তন্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর ছিলেন। তিনি মহিম্নঃ স্তোত্র, কৌলমার্গ-রহস্য ভাস্কর রায়ের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদেও দুর্গোৎসব-তত্ত্ব প্রভৃতি বই লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্তরত্ন। তাঁহার মৃত্যুতে পণ্ডিতসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আকবরের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। তিনি 'তারা-রহস্য' লেখেন। ১৬শ শতাব্দীতে তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র লেখেন। ইঁহারাই দেশ হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র লোপ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ গিরি তাঁহাদের সমসাময়িক। পূর্ণানন্দ গিরির প্রতি পুরুষেই তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইহা তাঁহাদের বংশের ধারা।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগ এম এ, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন, ১।২ কলেজ স্কোয়ার, প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৩১ ব্রজনাথ দত্ত লেন, ৩। শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদ্যবাটী, হুগলী, ৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন এম ই ডি, বি এস-সি, ১ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, ৫। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন গুপ্ত এম এ, ১৫ কালু ঘোষ লেন, ৬। শ্রীযুক্ত সারদাকৃষ্ণ লালা, মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার, চট্টগ্রাম, ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত

অনাথনাথ রায়, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্-সি, এম বি, ২৭ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, ২।১ বি গেলিফ লেন, বাগবাজার, ১০। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল, ১১৯ বেলেঘাটা ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ; প্র—মৌলভী মহম্মদ হাসান বি এ, স—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ সুরা ফাষ্ট লেন; প্র—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, স—ঐ, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু, ৭৪ এন্ চড়কডাঙ্গা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা, প্র—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, স—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস এম এ, ইডেন হাই স্কুলের অধ্যক্ষ, ঢাকা; প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স—ঐ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ, "কল্লোল" সম্পাদক, ১০।২ পটুয়াটোলা লেন; প্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, স—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে, পরামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর, ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু, স—ঐ, সদ—১৯। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডেপুটী একাউন্টান্ট জেনারেল, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড; প্রঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি, স—ঐ, সদ—২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু এম এ, ৩৫এ গোয়াবাগান লেন, প্র—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, স—ঐ, সদ—২১। শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডি এস্-সি, সায়ান্স কলেজের অধ্যাপক, ৯২ আপার সার্কুলার রোড; প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল এম এস, স—ঐ, সদ—২২। শ্রীযুক্ত প্রাণদানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, টাঙ্গাইল, প্র—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ, স—ঐ, সদ—২৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, ৫৮ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—২৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, ৪৪ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, প্র—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই, স—ঐ, সদ—২৬। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১১১।১ লেক রোড, কালীঘাট, প্র—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, স—ঐ, সদ—২৭। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় বিএ, ৮৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট; প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, সদ—২৮। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এম এ, ৯২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ২৯। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রুদ্র, ছোট জাগুলিয়া, ২৪পঃ (১ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিঃ); প্রঃ—লেফ্টানেন্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ, স—ঐ, সদ—৩০। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—৩১। শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার ঘোষ এম বি, ১৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৩২। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ, সাবজজ, পুরুলিয়া. ৩৩। শ্রীযুক্ত বি কে সিংহ, ইঞ্জিনিয়ার, পৃথিমপাশা, শ্রীহট্ট, ৩৪। শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর, হুগলী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম এ, বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপক, বাগেরহাট, খুলনা, ৩৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মিত্র এল এম এস, মিত্রপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পঃ, ৩৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডব্লিউ সাটন পেজ এম এ (Mr. W. Sutton Page, M. A,) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, The Hawthorns, 54, Amhurst Park, 16. London. ৩৭। শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, (শান্তিপুর), ৬ বাবুরাম শীল লেন, ৩৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কোটালিপাড়া, (শ্যামপুকুর, কলিঃ), ৩৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর, ৪০। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র আচার্য্য এম এ, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক, ২৬।১ কানাই ধর লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক, উপহৃত পুস্তক,—(১) কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা, ৩য় খণ্ড, (৭।৮ অধ্যায়), (২) প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্, (৩) অলঙ্কারকৌস্তুভ, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৪) সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩৩, শ্রীযুক্ত লেফ্‌টানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(৫) জন্মাষ্টমী, (৬) লালটুপী, (৭) পুষ্পপাত্র, (৮) সওগাত, (৯) অজয়সিংহ, (১০) পল্লীচিত্র, (১১) পল্লীচরিত্র, (১২) পল্লী-বৈচিত্র্য, (১৩) ঢেঁকির কীর্ত্তি, (১৪) সুবল সখার কাণ্ড, (১৫) ফরাসী ষোড়শী, (১৬) খেয়ালের খেসারৎ, (১৭) ঐ, (১৮) বীণার শিক্ষা, (১৯) কমলের দুঃখ, (২০) তন্বী, (২১) মঞ্জরী, (২২) পিয়াসী, (২৩) মৃণাল, (২৪) স্ত্রীবুদ্ধি, (২৫) ফুলের পাখা, (২৬) ঝড়ের যাত্রী, (২৭) মালাচন্দন, (২৮) জাপান, (২৯) পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(৩০) গল্পগুচ্ছ, ১ম ভাগ, রাজজীবনী (একত্রে), (৩১) কালিদাস, (৩২) ভারতী, ৩৫শ বর্ষ, ১৩১৮, (৩৩) চিন্তা-চিতা, (৩৪) হনুমানচরিত, (৩৫) সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানমঞ্জরী, হনুমানচরিত ও কাকচরিত, (৩৬) ভারতবর্ষ, ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড (১৩২৯। ৩০), (৩৭) শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব্ব, (৩৮) আমরা কি ও কে, (৩৯) পাগলের প্রাণের কথা, (৪০) আফ্রিকার সর্প দেবতা, (৪১) জগতের সভ্যতার ইতিহাস, (৪২) নবযুগের সাধনা, (৪৩) পরলোক, (৪৪) বিশ্ব-শক্তি, (৪৫) বিপ্লবের পথে, (৪৬) বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ, (৪৭) আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা, (৪৮) প্রাচ্যগুরু-সমালোচনা, (৪৯) বৈদিকরহস্য-সন্দর্ভ, (৫০) অবসর চিন্তা, (৫১) গুরুশিষ্য-সংবাদ, (৫২) কল্যাণের পথে, (৫৩) সমাজ, (৫৪) রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী, (৫৫) মোসেমানের তত্ত্বজ্ঞান, (৫৬) প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১৩২০, (৫৭) শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব্ব, (৫৮) ঐ, ২য় পর্ব্ব, (৫৯) শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, (৬০) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, (৬১) ঐ, সাধকভাব, (৬২) ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, (৬৩) ঐ, ২য় ভাগ, (৬৪) শরৎগ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় ভাগ, (৬৫) স্বামীজীর কথা, (৬৬) নিষ্কাম পূজাদীপিকা, (৬৭) পারস্য-প্রতিভা, (৬৮) সান্ ইয়াট্ সেন ও বর্ত্তমান চীন, (৬৯) সৃষ্টি-রহস্য (৭০) লেনিন ও সোভিয়েট, (৭১) প্রভুপোস্বামী, ..

(৭২) মুসোলিনী ও বর্ত্তমান ইটালী, (৭৩) গার্গী, (৭৪) ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, (৭৫) ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা, (৭৬) রোবাইয়াৎ-ই-ওমরথৈয়াম, (৭৭) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দী, (৭৮) বুদ্ধদেব চরিত, (৭৯) চিরকুমার সভা, (৮০) পল্লিগ্রামের সিদ্ধি, (৮১) শিখগুরু ও শিখজাতি, (৮২) নর-নারী, (৮৩) অশোক চরিত, (৮৪) ব্যবসায়ী, (৮৫) আয়ুর্চর্য্যা, (৮৬) রূপছায়া, (৮৭) দেবতা ও আরাধনা, (৮৮) উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন, (৮৯) ষোড়শী, (৯০) ভারতে বিবেকানন্দ, (৯১) সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার, (৯২) বরণডালা, (৯৩) কাব্য-দীপালী, (৯৪) বয়াটে, (৯৫) শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়, (৯৬) ঐ, (৯৭) হার। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম এ—(৯৮) হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন, (৯৯) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, (১০০) শিক্ষা সমালোচনা, (১০১) সাধনা, (১০২) দুনিয়ার আবহাওয়া, (১০৩) বর্ত্তমান জগৎ, ১ম ভাগ, (১০৪) ঐ, ২য় ভাগ, (১০৫) ঐ, ৩য় ভাগ, (১০৬) ঐ, ৪র্থ ভাগ, (১০৭) নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর। কাশীর জ্ঞান-মণ্ডল সম্পাদক—(১০৮) পশ্চিমী য়ুরোপ (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,—(১০৯) সুনীতি, (১১০) ভগবৎ-প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার—(১১১) সরল জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-শিক্ষক। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র—(১১২) দম্পতি-সুহৃদ ও অবসর-কুসুম, (১১৩) ফুলের মালা, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে—(১১৪) শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত কথা, (৭ম সংখ্যা), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক—(১১৫) কেলোশিপ প্রবন্ধ, (৪র্থ খণ্ড), (হিন্দুদর্শন—৩য় অংশ), প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—(১১৬) গীতা অঙ্কবোধক, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ—(১১৭) গড্ডলিকা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ—(১১৮) জৈমিনীয় সূত্রম্, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী—(১১৯) মুঙ্গের, মুলুক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১২০) শ্রীশ্রীগীতগৌরাঙ্গ, শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এচ ডি—(১২১) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১২২) মানিকগঞ্জ যুবক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, ১৯২৭, শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর—(১২৩) ভগবদ্গীতিমালা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ এম এ—(১২৪) মনুষ্য, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক—(১২৭) মুক্তিবাদঃ, (১২৮) শঙ্করীসঙ্গীতম্, (১২৯) দুর্গাপূজা-তত্ত্বম্, (১৩০) পিতৃদয়িতা, (১৩১) দুর্গোৎসববিবেক, (১৩২) কায়কোল্লাস (১৩৩) ঋগ্বেদব্যোগ[illegible], (১৩৪) গ্রহযাগতত্ত্বম্, (১৩৫) প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (১৩৬) যাত্রাতত্ত্বম্, (১৩৭) ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যম্, (১৩৮) প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীমতী পরিমল দেবী—(১৩৯) পরিমল (১ম সংস্করণ), ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি—(১৪০) বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, (১৪১) সেথ শুভোদয়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা—(১৪২) গান্ধীজীবন, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন এম এ, বি এল—(১৪৩) বিমানিকা, (১৪৪) [illegible], (১৪৫) সাবিত্রী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(১৪৬) হিজলীর মসনদ-ই আলা, শ্রীযুক্ত নীরদবরণ মিত্র চক্রবর্ত্তী—(১৪৭) বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণতত্ত্ব, ১ম খণ্ড—প্রাচীন গৌড় ব্রাহ্মণ (২খানি), রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—(১৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(বারেন্দ্র

কায়স্থবিবরণ, কায়স্থ কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ), (১৪৯) ঐ, ব্রাহ্মণ কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার—বি এ (১৫০) বিস্মরণী, শ্রীযুক্তা অক্ষয়কুমারী দেবী— (১৫১) পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম এ—(১৫২) বৃন্তচ্যুত, (১৫৩) ঘরের ডাক, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ (১৫৪) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকো উপক্রমণিকা (হিন্দী)।

The Secretary, Varendra Research Society, Rajsahi– (১৫৫) A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society, Rajsahi, (২ খানি), (১৫৬) Monograph of the Varendra Research Society No 1 (Nalanda Copper Plates of Devapaladeva), The Secretary, Smithsonian Institution, Washington, (১৫৭) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1925, (১৫৮) Conference on the Future of the Smithsonian Institution, Feb 11, 1927, (১৫৯) The Lyell and Freshfield Glaciers, Canadian Rocky Mountains, 1926, (১৬০) The Classification and Distribution of Pit River Indian Tribes of California, (১৬১) Cambrian Geology and Paleontology. Y. No. 4 - Pre-Devonian Sedimentation in Southern Canadian Rocky Mountains, (১৬২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1926,(১৬৩) A Group of Solar Changes (১৬৪) Archaeological Observations, North of the Rio Colorado ; Rev. A Dontain—(১৬৫) Light of the East, 1st year to 4th year, 1922-26 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৬৬) A Christmas Carol, (১৬৭) A Record of Public Appreciation of Rai Bahadur Sansar Chandra Sen, C. I. E., (১৬৮) The Mastery of Destiny, (১৬৯) A-B-C Guide to the Great War, (১৭০) Pulsation, (১৭১) Schopenhauer, (১৭২) Ralph Darnell, (১৭৩) Mental Fascination, (১৬৪) How to read Head, (১৭৫) Practical Mind Reading, (১৭৬) Telepathy, (১৭৭) The Losing of Baby Brother, (১৭৮) The Altar in the Wilderness, (১৭৮) In Tune with the Infinite, (১৭৯) Success · How won through Affirmation, (১৮০) From Passion to Peace, (১৮২) The Master Demand, (১৮২) Names and Numbers and what they mean to you, (১৮৩) Some Experiences of a Barrister's Life, (১৮৪) The Ancient Wisdom, (Annie Besant), (১৮৫) Seeing the Invisible, (১৮৬) His Last Bow: Some Reminiscences of Sherlock Holmes, (১৮৭) Sadi , Gulistan or Flower Garden, (১৮৮) The Awakening of the Soul, (১৮৯) The Instruction of Ptan-Hotep and the Instruction of Ke-Gemmi, (১৯০) Women and Wisdom of Japan, (১৯১) Voices from Within, (১৯২) Ideals and Conduct, (১৯৩) Childe Harold (Byron), Canto I and II, (১৯৪) Practical Yoga, (১৯৫) Three Lectures on Spiritual Unfoldment, (১৯৬) Deharbes Catechism of Christian Doctrine, (১৯৭) Golden Book of the Wanamaker Stories,

Vols. I, II, (১৯৮) Uncle Tom's Cabin, (১৯৯) For India and Islam, (২০০) Gems from the Fathers, (২০১) Heart-Beats (২০২) Remininscences of Sir Gooroo Das Banerjee, M. A., D. L. (২০৩) Spiritual Maxims, (২০৪) George and Mary, (২০৫) Sayings, Achievements and Interviews of Great Men (Incomplete), (২০৬) The Christian—A Story, (২০৭) Practical Psychometry (২০৮) The Pandav Princes, (২০৯) One Hundred Poems of Kabir, (২১০) the Pharmacopœa of Life, (২১১) The Parables of the Lord Jesus Christ, (২১২) The Motor Bandits, (২১৩) The Science of Philosophy of Religion, (২১৪) Fifteen Decisive Battles of the Law, (২১৫) Lawyer in Literatures, (২১৬) Life of Napoleon Bonaparte, (২১৭) Works of Swami Vivekanand, Part I, (২১৮) The Story of Gladstone's Life, (২১৯) The Ramayana and the Mahabharata (R. C. Dutt), (২২০) Gandhi and Aurobindo, (২২১) Sequel to the Count of Montecristo, (২২২) Bhakti Yoga, (২২৩) The Second Book of Artemas, (২২৪) Soul Culture—Self Development (২২৫) The Complete Works of Swami Vivekanand, vol II, (২২৬) William Shakespear, (২২৭) Shakespear's Heroines, (২২৮) The Merchant of Venice, (২২৯) Hypnotisms and Self Education, (২৩০) Introduction and Notes to Sir Henry Maine's Ancient Law, (২৩১) Julius Cæsar, (২৩২) Paradise Regained, (২৩৩) Through Solitude and Sorrow, (২৩৪) Milton (Stopford A. Brooke) (২৩৫) Chaucer, (২৩৬) Leaves from a Diary in Lower Bengal, (২৩৭) Blackie's Children Annual, (২৩৮) The Spectator, (২৩৯) Description of the Character, Manners and Customs of the People of India, (২৪০) Life of Sree Ramkrishna, (২৪১) The Serpent Pewer, being the Shat Chakra Nirupana and Paduka Panchaka, (২৪২) Map of the City of Calcutta, (1910), (২৪৩) The Adventures of Roderick Random, (২৪৪) The Lover's Trials, (২৪৫) Religions of the Empire, শ্রীযুক্ত লেপ্‌ট্যানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(২৪৬) The Politics of Boundaries and Tendencies in Internationel Relations, (২৪৭) Raja Rammohan Ray's Mission to England, (২৪৮) All About the Khilafat, with the Views of Mahatma Gandhi; শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—Notes and Extracts, 1891 to 1912; The Registrar, Calcutta University—(২৪৯) Journal of the Department of Letters, Vol, xiv, 1927, (২৫০) The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. I, (Introduction and Phonology), (২৫১) Do, Vol, II, Morphology, Additions, Corrections and Index of Bengali words, (২৫২) Pre-Historic India (2nd Edition), (২৫৩) Ancient Indian Numismatics (Carmichael Lectures, 1921), (২৫৪) Asoka (Carmichael Lectures, 1923), (২৫৫) Siva Chhatrapati, (২৫৬) Administrative System of the Marathas, (২৫৭) Ben,

gal in the Sixteenth Century, (২৫৮) India in the Seventeenth Century, (২৫৯) Historical Records of Baroda, (২৬০) History of Bengali Language (B. C. Majumdar), (২৬১) History of Bengali Language and Litarature (D. C. Sen), (২৬২) Bengali Ramayans, (২৬৩) Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal, (২৬৪) Chaitanya and His Age, (২৬৫) Chaitanya and His Companions, (২৬৬) Bengali Prose Style, (২৬৭) Vanga Sahitya Parichaya or Typical Selections from Old Bengali Literature, Part I, (২৬৮) Do Part II, (২৬৯) Folk-Literature of Bengal, (২৭০) Eastern Bengal Ballads—Mymensing, Vol. I Part I (২৭১) Do. Do. Vol. II, Part I, (২৭২) Do. Mymensing Gitika, vol. I, Part II (২৭৩) Do. Purbabanga Gitika, vol. II P. II, (২৭৪) Kavikankan Chandi, Part I, (২৭৫) Do, Part II, (২৭৬) Chandimangal Bodhini, Part I, (২৭৭) Govindadas's Karcha, (২৭৮) Gopichandra, Part I, (২৭৯) Do. Part II, (২৮০) Early Bengali Prose, (২৮১) Bengali Literature in the Nineteenth Century (S. K De) (২৮২) The Origin of Bengali Script, (২৮৩) Glimpses of Bengal Life, (২৮৪) Journal of the Department of Letters, vol, xv. 1927, (২৮৫) Calcutta University Calendar for 1927, (২৮৬) Do, for the year 1924, vol. I, Part II ; The Director of Industries, Bengal—(২৮৭) Chemical Composition of Matches, Bulletin 24 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(২৮৮) Report on Public Instruction in Bengal, for the year 1925—26, (২৮৯) Council Proceedings Official Report, Bengal Ligislative Council, Twentyfifth Session, vol. xxv. Par. I, (২৯০) Do. Part 2, (২৯১) Do, Part 3, (২৯২) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year, 1926, (২৯৩) Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency, 1926 ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা—(২৯৪) Saha's Method of Finding out the Nth Root of a Number, Part I শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—(২৯৫) Economic Development, (২৯৬) Sukraniti-sara, (২৯৭) The Positive Background of Hindu Sociology, (Book II, Part I), (২৯৮) Do. Book II, Part 2, (২৯৯) Chinese Religion Through Hindu Eyes, (৩০০) Hindu Achievements in Exact Sciences, (৩০১) Aesthetics of Young India, (৩০২) The Political Institutions and Theories of the Hindus, (৩০৩) The Futurism of Young Asia and Other Essay on the Relations between the East and the West. (৩০৪) Die Lebusanschanung Des Inders, (৩০৫) The Folk-Element in Hindu Culture, (৩০৬) The Science of History and the Hope of Mankind, (৩০৭) Introduction to the Science of Education, (৩০৮) Greetings to Young India ; শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত—(৩০৯) Agricultural, Industrial and Educational

Problems and Solutions of the Question of Unemployment in India ; The Ma nager, Govt. of India, Central Publication (৩১০) Statements shewing Progress of the Co-operative Movement in India, during the year 1925-26, (৩১১) Review of Agricultural Operations in India 1925-26, (৩১২) Epigrapia Epigraphia Indica, vol. XVIII, Part VII, (৩১৩) Do. vol, xix, Part I; 1927, (৩১৪) Guide to the Qutb, Delhi by J. A. Page, (৩১৫) Review of the Trade of India in 1926-27 শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩১৬) The Groundwork of Mail Order Business; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত—(৩১৭) The Cruise of the "Mary Rose," (৩১৮) Epoch of Modern History (The War of American Independence), (৩১৯) The History of the Religion of the Hindus, Vol. I, (৩২০) Do. Vol. II, (২১) Do, Vol. III, (৩২২) Do, Vol IV (৩২৩) History of the Franco-Russian War ; শ্রীযুক্ত কুমার ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৩২৪) *Rasatala or* the Under-world, (৩২৫) Do. Do, (২৬) The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India ; The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot, c. s,—(৩২৭) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1925-26 ; শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—৩২৮) Das Indische Kastemsystem ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু—(৩২৯) An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult, The Superintendent, Naval Observatory, Washington,—(৩৩০) Astronomical Papers, Vol, IX. Part III ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা—(৩৩১) Mahatma Gandhi—A World Redeemar, (৩৩২) The Search for Peace ; The Principal, Govt. Sanskrit College—(৩৩৩) Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College, Nos, *1 to 21, 24, 25, 27, 30, 31 and 32* , শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন (৩৩৪) The Advent of a New Poet and Other Essays , কাশীর জ্ঞানমণ্ডল সম্পাদক—(৩৩৫) Krishi-Ratnavali (হিন্দী), The Asstt. Secretary to the Govt. of India Deptt. of Education—(৩৩৬) Proceedings of the Meetings of the Indian Historical Rocords Commission, Vol. IX, 9th Meeting, Lucknow, 1927.

ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৭ই আশ্বিন ১৩৩৪, ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬.০টা

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং (খ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র, ৩। ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৫। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৬। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্ত পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৮। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, এবং ৯। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এমএ মহাশয়ের সমর্থনে গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি-জগতে তাঁহার আসন কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তিনি যে একজন ভক্ত ও অনুপ্রাণিত কবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় বলিলেন, আমার যতদূর স্মরণ হয়, ইং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যখন কলিকাতায় আসেন, তখন 'সাহিত্য' কার্য্যালয়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। প্রথম দর্শনেই কবিবর আমাকে এমন করিয়া আপনার করিয়া লইলেন যে, তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় আত্মীয়তা হইয়া গেল। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, বন্ধুপ্রীতি এবং সহৃদয়তা, আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সেই অকৃত্রিম অনুরাগ পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবলভাবে আমাকে আকর্ষণ করিত। শেষ জীবনে তিনি গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা লইয়া কতকটা বৈষয়িকভাবে জড়িত হইয়া পড়িলেও, তাঁহার বন্ধুপ্রীতি চিরদিন কবিজনোচিত ছিল। কবির উদারতা, কবির সহৃদয়তা, কবির চিত্তানুরাগ, কবির সরলতা, কবির সামাজিকতা আমি আমার জীবনে বাঙ্গালার তিনজন কবিতে যেমন

দেখিয়াছি, তেমনটি আর বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোন কবির মধ্যেই দেখি নাই। প্রথম স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহাকেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি বাস্তবিকই একজন ধ্যানী পুরুষ। তাঁহাকে ঋষি কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় এই দেবেন্দ্রনাথ। তৃতীয় অক্ষয়কুমার বড়াল। অক্ষয়বাবু বিষয়ানুরাগী হইয়াও অন্তরে অতীব সুন্দর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ওকালতি করিতে উত্তর-পশ্চিম জৌনপুরে অবস্থান করিতেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; কবিতা তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল, তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গদ্য রচনাও সুন্দর ছিল। তিনি 'মেঘনাদশত্রু' বেনামে ভারতীতে 'দগ্ধ কচু' নামে প্রবন্ধ লেখেন, 'নবজীবনে' স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাহার সমালোচনা করেন। তাঁহার রস-রচনা সাহিত্য-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। তিনি এম এ, বি এল ছিলেন। তিনি ইংরেজিতেও কবিতা লিখিতেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ছাত্র-জীবনে সাহিত্যে ও নানা মাসিক পত্রে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিলেন। তিনি রসিক ও একজন বড় ভক্ত কবি ছিলেন। শাস্ত্র বলেন—শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ', সেই রসস্বরূপের রসে যে আপনাকে রসাইতে পারে, সেই কবিপদবাচ্য। দেবেন্দ্রনাথ সে রসে ত রসিক ছিলেনই, তাঁহার কবিতার মধ্যে আজ-কালকার উপভোগ্য অনেক প্রকার রসও ছিল। বর্ত্তমানে ইংরাজি শব্দমিশ্রিত অনেক কবিতা রচিত হয়, দেবেন্দ্রনাথের কবিতাও ঐ সকলের আদর্শস্থানীয়। সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুচ্ছ হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই ভক্ত কবির তর্পণ করিলেন,—

টল টল ঢল ঢল জুতা পায়ে দিয়া।
চলেছেন খোকাবাবু হেলিয়া দুলিয়া॥
কবে কোন্ কালে তুমি বসিবে পাশে।
সুধা ব্রাণ্ডী খেয়েছিলে মন্দারের গ্লাসে॥

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে সাধারণতঃ ভক্ত ভাবেই দেখিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, কবির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্যের' সময় হইতেই তাঁহার সহিত পরিচয়। তিনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্যিক আসরে নামেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার রচনায় কষ্টকল্পনা বা মনোযোগের চিহ্ন ছিল না। তাঁহাকে একজন বড় কবি বলিলেই তাঁহার ঠিক পরিচয় হয় না—তিনি সাধক ও ভক্ত ছিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ঠাকুরদাস বাবুর সময় বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্যের এত মর্য্যাদা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের পর তাঁহার মত Constructive সমালোচক দেখি নাই। তাঁহার অনুপ্রাসে মিষ্টতা ছিল, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে তিনি 'কঙ্গরস' বলিতেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষে ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে ঐ চিত্র দানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু মহাশয় অর্থসাহায্য করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, সম্প্রতি বাঙ্গালার অন্যতম ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা কিছু বলিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার সহিত একদিন মাত্র রামপ্রাণ বাবুর আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। তিনি গ্রীকগণের লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণের সঙ্কলন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদ্দামহীন রচনা তাঁহার গ্রন্থেই দেখা যায়—তাঁহার লেখায় কোন খুঁৎ নাই। দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে তাঁহার সমধিক আদর হয় নাই। তিনি মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনা করিতেছিলেন, তাহাও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নূতন খবরের জন্য তিনি আমার কাছে সংবাদ লইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ অভাব হইল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণ হইতে দেখা গেল যে; প্রায় ১০০ সদস্তের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। ইহা বড়ই আশঙ্কার কথা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে যে কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল সদস্তের নাম বাদ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বি-এ মহাশয় ৬৲ স্থলে ১২৲ চাঁদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি মীমাংসা হইল, তাহা জানিতে চাহিলেন। চাঁদা বাড়াইলে সদস্ত-সংখ্যা কমিবে; তিনি তাহা আশঙ্কা করেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণ গৃহীত হওয়ার পর এ বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই বিষয় যখন কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে, তখন ইহার মীমাংসা কি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের ন্যায় এত বড় অনুষ্ঠানের মাসিক চাঁদা ১৲ টাকার কম হইলে চলে না। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনার সহিত এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিয়ম পরিবর্ত্তন প্রণালী-মতই হইয়াছে। যে সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চাঁদা বৃদ্ধির নিয়মও ছিল। এক্ষণে এই বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল হইবে না।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যে ভাবে নিয়ম পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই নিয়ম পরিবর্ত্তন সাধারণ-সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে কি না।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু বলিলেন যে, এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সাধারণ-সভা কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৫। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক মহাশয়কে পরিষদের সহায়ক-সদস্তরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক—পরিশিষ্টে লিখিত ও যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত সাধারণ-সদস্তগণের নাম পাঠ করিলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয়, সদস্যগণ কর্তৃক নিম্নলিখিত চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(১)	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	(১১)	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
(২)	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	(১২)	" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(৩)	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	(১৩)	" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
(৪)	" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	(১৪)	" ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
(৫)	" মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	(১৫)	" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
(৬)	" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	(১৬)	" নৃপেন্দ্রকুমার বসু
(৭)	" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	(১৭)	" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ
(৮)	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮)	" বাণীনাথ নন্দী
(৯)	" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	(১৯)	" নলিনীমোহন রায় চৌধুরী
(১০)	" জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	(২০)	" মন্মথমোহন বসু

৭। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিয়োক্ত প্রস্তাব নিম্নলিখিত সদস্যগণ কর্তৃক উপস্থিত ও সমর্থিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর

সহকারী সভাপতি—

(কলিকাতার পক্ষে)	(মফস্বলের পক্ষে)
শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়	মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	মহারাজ " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	কুমার " শরৎকুমার রায়
" যদুনাথ সরকার	পণ্ডিত " পঞ্চানন তর্করত্ন

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়

সমর্থক— " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক— " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক— শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" নগেন্দ্রনাথ সোম কবিশেখর

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

" জিতেন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক— " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
সমর্থক— " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
সমর্থক— " ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর
" অনাথনাথ ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

এই সকল সদস্য কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ১, ২, ৩, ৫, ৬, ও ২১ সংখ্যক সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত ৬ জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	(৪) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
(২) " অমলচন্দ্র হোম	(৫) " নরেন্দ্র দেব
(৩) " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(৬) " ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাপতি মহাশয় উক্ত ২০ জন সদস্যকে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া অতঃপর ঘোষণা করিলেন। শাখা-পরিষদের ৬ জন সভ্যের মধ্যে নিম্নোক্ত ৫ জন সভ্য শাখাগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক শাখার প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
(২) " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(৩) " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
(৪) " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৫) " মনীষিনাথ বসু সরস্বতী

অবশিষ্ট একজনের নাম নিয়মানুসারে নিম্নলিখিতভাবে নির্ব্বাচিত হইল—

(৬) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সমর্থক— " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

এই সময় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নাম কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য আসিতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের রুলিং চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত হেমবাবুর নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইয়া গিয়াছে। আর এ বিষয়ে রুলিং চাহিয়া ফল নাই।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই নির্ব্বাচন ইতঃপূর্ব্বে যখন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন এ বিষয়ে আর আলোচনা হইতে পারে না।

৮। (খ)--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, কলিকাতার মেয়র, রায় ম্যানসন্স, এলগিন রোড, ২। শ্রীযুক্ত রায় ললিতকুমার মিত্র, ২২৬ অপার সারকুলার রোড; প্র—ঐ, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি এল, ৭ রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, ৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০।২৩ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ, স—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রুদ্র এম্ এস্-সি, বাঁশবেড়ে, হুগলী।